ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-320 ■ 30 August, 2025 ■ আগরতলা ৩০ আগস্ট, ২০২৫ ইং ■ ১৩ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ইসরো-জাকসার যৌথ মহাকাশ মিশন

স্টার্টআপ ও শিল্প খাতে নতুন দিগন্ত খুলবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

টোকিও, ২৯ আগস্ট।। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো এবং জাপানের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জাকসা-র যৌথ মহাকাশ অভিযান দুই দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও স্টার্টআপগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

জাপানের জনপ্রিয় সংবাদপত্র 'দ্য ইয়োমিউরি শিমবুন'-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ইসরো ও জাকসার মধ্যে সরকার-স্তরের সহযোগিতা আমাদের শিল্প ও স্টার্টআপদের মধ্যে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দিচ্ছে। এখানে উদ্ভাবনের প্রবাহ চলছে ল্যাব থেকে লঞ্চপ্যাড পর্যন্ত, গবেষণা থেকে বাস্তব প্রয়োগ পর্যন্ত।"

তিনি আরও বলেন, "আমি আনন্দিত যে চন্দ্রযান সিরিজের পরবর্তী অধ্যায়, অর্থাৎ লুপ্ত অঞ্চল অনুসন্ধান মিশনে ভারত ও জাপান একসঙ্গে কাজ করছে। এই যৌথ অভিযান চাঁদের দক্ষিণ মেরুর স্থায়ী ছায়াচ্ছন্ন অঞ্চলগুলিকে ভালোভাবে বুঝতে আমাদের

সাহায্য করবে।"

জাকসা একটি রোভার এবং ইসরো একটি ল্যান্ডার নির্মাণ করবে। লক্ষ্য থাকবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে বরফাকৃতির জল অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা।

প্রধানমন্ত্রী মোদী আশাবাদী যে, "আমাদের বৈজ্ঞানিক দল একসঙ্গে কাজ করে মহাকাশ বিজ্ঞানের নতুন দিগন্তে পৌঁছাবে। এই অংশীদারিত্ব কেবল আমাদের ঊর্ধাকাশের দিগন্তই প্রসারিত করবে না, বরং আমাদের চারপাশের জীবনকেও উন্নত করবে।"

ভারতের মহাকাশ অভিযানের প্রশংসা করে মোদী বলেন, "এটা আমাদের বিজ্ঞানীদের অধ্যবসায়, কঠোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদীকে নিয়ে কটূক্তির জেরে কংগ্রেস বিজেপির সংঘর্ষে উত্তাল পাটনা

পাটনা, ২৯ আগস্ট।। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে উঠেছে। শুক্রবার পাটনায় বিজেপি ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর মাকে নিয়ে কটূক্তিমূলক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে, যা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে হওয়া 'ভোটার অধিকারের যাত্রা' কর্মসূচির সময় প্রকাশ্যে আসে।

একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মঞ্চ থেকে এক ব্যক্তি কংগ্রেসের পতাকা গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করছেন। সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয় বিজেপি শিবিরে। বিজেপি অভিযোগ তোলে, এই ঘটনার মাধ্যমে শুধু প্রধানমন্ত্রীকে নয়, গোটা দেশ ও বিশেষ করে বিহারের জনতাকে অপমান করা হয়েছে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার বিজেপির পক্ষ থেকে এক বিশাল বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় পাটনায়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতা নীতিন নবীন সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতারা। বিজেপি কর্মীরা রাজপথে নেমে কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন।

এ সময় কংগ্রেস কর্মীরাও পাল্টা বিক্ষোভে অংশ নেন এবং দুই দলের কর্মীরা একে অপরের দিকে তীব্র কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, দুই পক্ষের কর্মীরা একে অপরকে দলীয় পতাকা দিয়ে মারধর করছেন, ধাক্কাধাক্কি এবং হাতাহাতি করছেন। রাস্তায় রীতিমতো যুদ্ধক্ষেত্রের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়।

বিজেপি নেতা নীতিন নবীন এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর মা সম্পর্কে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা শুধু নিন্দনীয় নয়, তা বিহারের প্রতিটি ছেলেকে আহত করেছে। এর যোগ্য জবাব কংগ্রেসকে দেওয়া হবে। প্রতিশোধ অবশ্যই নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, কংগ্রেসের তরফে ডঃ আশুতোষ বলেন, বিজেপি এই ঘটনাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে।

যে ব্যক্তি ওই ভাষা ব্যবহার করেছেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী, কংগ্রেস নয়। তবু বিজেপি এর মাধ্যমে সরকারী মদতে আমাদের কর্মীদের উপর হামলা করছে। এই অপচেষ্টা সফল হবে না। আমরাও যোগ্য জবাব দেব।"

এই ঘটনার জেরে রাজনৈতিক চাপানউতোর তীব্র আকার ধারণ করেছে। বিজেপি ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধেও একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

দরভাঙ্গা পুলিশ শুক্রবার জানায়, যিনি ওই কটূক্তি করেছিলেন, তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, সিমরি থানায় এই ঘটনায় একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে এবং এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।"

ক্ষমা চাওয়া উচিত ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। *প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বর্গবাসী মাকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করার জন্য রাহুল গান্ধী ও আরজেডি'র নেতার ক্ষমা চাওয়া উচিত। তাদের এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা।*

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের পর থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে। ভারতকে এক সৃষ্ট আসনে পৌঁছে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একটি গরীব পরিবারের সন্তান হয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের নেতৃত্ব আগের থেকে সহ্য করতে পারছিলেন না বিরোধীরা। বিভিন্ন সময়ে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বিভিন্ন অপবাদ লাগিয়েছেন তারা। কিন্তু এবারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বর্গবাসী মাকে যেভাবে কুরুচিকর মন্তব্য করা হয়েছে সেটি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিহারের মানুষ কোনভাবেই এটি সহ্য করবেন না।

তিনি আরো বলেন, দলীয় নেতৃত্বরা যেভাবে চলেন সেভাবেই কর্মীরাও পরিচালিত হন। কোন দলনেতা হয়ে রাহুল গান্ধী যদি এ ধরনের মন্তব্য করেন তাহলে তার দলের কর্মীরাও এ ধরনের অশালীন আচরণেরই অধিকারী হবেন। বিরোধী দলনেতার এ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসটিজিটি পদে ৭০০ জন স্নাতক শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।। *ত্রিপুরা শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড (টিআরবিটি) এর পক্ষ থেকে ২০২৫ সালের জন্য স্নাতক শিক্ষক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষা (স্কুল) দপ্তরের অধীনে সেকেন্ডারি এডুকেশন ডিরেক্টরেটের তত্ত্বাবধানে এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু হচ্ছে অনলাইন আবেদন, শেষ সময় ২২ অক্টোবর ২০২৫। এই নিয়োগে মোট শূন্যপদের সংখ্যা ৭০০। এর মধ্যে* ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় বাতিল

দুই মাসের মধ্যে ৪৮৪ জন টিএসআর নিয়োগে রাজ্যকে সুপ্রিম নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।।: সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেল ত্রিপুরা সরকার। দুই মাসের মধ্যে ৪৮৪ জন টিএসআর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। বাম আমলে শুরু হওয়া ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বৈধতা নিয়ে ২০১৮ সালে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। ওই মামলায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের রাজ্য সরকারের পক্ষে রায় দিয়েছিল এবং টিএসআর নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করেছিল। হাইকোর্টের ওই রায় সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল। তাতে, রায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা রাজ্যের নাগরিকদের জন্য রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কোটায় ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসে এনরোল্ড ফলোয়ার্স পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। এরপর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২০১৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত একাধিক নিয়োগ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এই র‍্যালিগুলিতে প্রার্থীদের শারীরিক মানদণ্ড ও অন্যান্য যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রথমে শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা নেওয়া হয়। শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় এবং উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। মোট ২,৩৮৮ জন প্রার্থী এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন, যার মধ্যে ১,৬৯৬ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে (শারীরিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা) উত্তীর্ণ হন। এই ১,৬৯৬ জনের সংযুক্ত মেধাতালিকা থেকে মাত্র ৩৫০টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে বোর্ড।

অন্যদিকে, রাজ্যের বাইরে কোটা অনুযায়ী প্রার্থীদের জন্য ২০১৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। এরপর ২০১৬ সালের ২৩ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত উত্তর ভারতের কোটদ্বার, মধ্য ভারতের রাঁচি ও দক্ষিণ ভারতের বিশাখাপত্তনমে নিয়োগ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এই র‍্যালিগুলিতেও একইভাবে শারীরিক পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ভাইভা ভোসে নেওয়া হয়।

এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে ১,৪২৯ জন প্রার্থী নির্বাচিত হন, যার মধ্যে ৩৭২ জন চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদীর নেতৃত্বে খেলোয়ারদের জন্য স্বচ্ছ ক্রীড়া নীতি গৃহিত হয়েছে ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু ২০২৫ সালে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে খেলোয়াড়দের জন্য একটি স্বচ্ছ ও শক্তিশালী ক্রীড়ানীতি গৃহীত হয়েছে। অতীতে খেল সম্মান, প্যারা অলিম্পিক সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক আসরে প্রতিভাবানদের বঞ্চিত করার প্রবনতা ছিল। একটি পরিবারকে সমস্ত আওয়ার্ড ও সম্মাননা প্রদানের মানসিকতা ছিল। আজ আগরতলায় ওএনজিসি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের মাঠে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এই প্রসঙ্গ টেনে গান্ধী পরিবারের দিকে ইঙ্গিত করে তাঁর কটাক্ষ, ইংরেজরা চলে গেলেও তাঁদের অনুসারীরা এখনো রয়ে গেছেন।

তিনি বলেন, বিরোধীদের শাসনকালে দেশের খেলোয়াড়দের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও সহায়তা না পাওয়ায় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট থেকে নিরাশ হয়ে দেশে ফিরতে হতো। কিন্তু বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, ভারতীয় খেলোয়াড়রা আজ বিশ্বমঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করছেন। অনুষ্ঠানে হকির জাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সাংসদ বলেন, ধ্যানচাঁদের অসাধারণ ক্রীড়া নৈপুণ্য আজও আমাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে জল সরবাহের জন্য বাংলাদেশের তিতাস নদী ব্যবহারের পরিকল্পনা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।। আগরতলা পুর নিগমের সমস্ত ৫১টি ওয়ার্ডে পানীয় জল সরবরাহের জন্য তিতাস নদী থেকে জলের ব্যবহারের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

আজ আগরতলার কামান চৌমুহনী সংলগ্ন বিবেকানন্দ টাউনশিপ প্রকল্পের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এই জায়গায় ৪৮টি আবাসন নির্মাণের সময় বেশকিছু সমস্যা হয়েছিল। আমাদের সরকার স্বচ্ছ এবং আমরা জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছি। এই আবাসনগুলি নিম্ন-আয়ের গোষ্ঠী, মধ্যম আয়ের গোষ্ঠী এবং উচ্চ-আয়ের গোষ্ঠীর জন্য করা হয়েছে। আমরা এই আবাসনের মালিকদের কাছে চাবি হস্তান্তর করার অপেক্ষায় ছিলাম এবং এখন আমরা সেটা করেছি। আমি টুডাকে এই ধরণের আবাসন নির্মাণের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সৎ মা অমানবিক অত্যাচার, আহত তিন কন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগষ্ট।। *মেলাঘরে সৎ মায়ের অমানবিক অত্যাচারে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ফুটন্ত গরম জলে ঝলসে গেল তিন কন্যা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। অভিযোগ, মহিদুর আলী নামে এক ব্যক্তি প্রথম স্ত্রী ফারিয়া আক্তার থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ে করেন হাজরা বিবিকে। এরপর থেকেই অশান্তি বাড়তে থাকে দুই পক্ষের মধ্যে।*

গতকাল অশান্তির জেরে ঘটল ভয়ঙ্কর কাণ্ড। অভিযোগ, ঝগড়ার সময় দ্বিতীয় স্ত্রী হাজরা বিবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামীন ব্যাঙ্কে প্রতারণার অভিযোগ, একাউন্ট থেকে টাকা গায়েব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ আগষ্ট।। বিশালগড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কে এক ভয়ঙ্কর প্রতারণার

ঘটনা সামনে এসেছে। অভিযোগ উঠেছে, এক গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নিয়েছেন অন্য ব্যক্তি। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ব্যাঙ্কে, এমনকি পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে পুলিশ।

ঘটনা সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকার বাসিন্দা শংকর চন্দ্র সাহা ব্যাংকে টাকা তোলার জন্য আসেন। টাকা তোলার পর তিনি ব্যাংক বই আপডেট করতে গিয়ে দেখতে পান, চলতি মাসের ২৬ তারিখ তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ১৫ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। অথচ ওই দিন তিনি ব্যাংকে এসে কোনো টাকা তোলেননি বলে অভিযোগ।

এই নিয়ে তিনি ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ জানালে, উল্টে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে দাবি করেন শংকরবাবু। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইট বোঝাই লড়ি উল্টে মৃত্যু চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ আগস্ট।। যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল লরি চালক নারায়ণ মজুমদার (৫২)। ঘটনা বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা পুরান বাজার এলাকায়। মৃত চালকের বাড়ি শান্তিরবাজার মহকুমার রাজাপুর এলাকায়।

জানা যায় দীর্ঘদিন ধরে সে চিত্তামারা বাড়ি ভাড়া করে থেকে বিবিআই অর্থাৎ বসুন্ধরা ব্রিকস ইন্ডাস্ট্রিসের মালবাহী ট্রাক গাড়ি চালায়। প্রতিদিন এর মত আজও গাড়ি ভর্তি ইট নিয়ে চিত্তামারা থেকে পাইখোলার দিকে দ্রুতগতিতে যাওয়ার সময় একটি অটোকে সাইড দিতে গিয়ে মাঝ রাস্তায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। তৎক্ষণাৎ স্থানীয়রা তড়িঘড়ি করে শ্রমিকদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালেও চালককে উদ্ধার করতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দিলে দমকল কর্মীরা ছুটে গিয়ে ড্রজার এনে গাড়ি থেকে দ্রুত চালক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর দায়ের কোপে গুরুতর স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট।। ত্রিপুরা রাজ্যের বুকে আরো একবার গার্হস্থ হিংসার নগ্ন চিত্র লক্ষ্য করা গেল। এবার স্বামীর ধারালো দা"য়ের কোপে গুরুতর আহত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন এক সন্তানের জননী। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা মুঙ্গিয়াকামী থানা এলাকার চাকমাঘাট এলাকায়।

জানা গেছে, শুক্রবার নূরজাহান বেগম (২৪) নামের মহিলার সাথে তার স্বামী জাকির হোসেনের কোন এক বিষয় নিয়ে পারিবারিক কলহ হয়, প্রতিদিনের মতো শুক্রবার ও একই রকম ভাবে কলহ হয় বলে জানা গেছে। এই ঝামেলা"কে কেন্দ্র করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ তৈরি হয় এবং স্ত্রী"কে দা দিয়ে গলায় আঘাত করে বলে জানা গেছে।

এতে ওই মহিলা সাথে সাথেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে আহত মহিলা"কে পরিবারের অন্যান্য লোকজন তড়িঘড়ি ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। পরে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় জি.বি.পি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ ছুটে গিয়ে অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকা জুড়ে।

জাগরণ আগরতলা, ৩০ আগস্ট, ২০২৫ ইং
১৩ ভাদ্র, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

‘ল্যান্ড জিহাদ’ !

অসমে জমি কেনা বেচা নিয়া জটিল সমস্যা তৈরি হইতেছে। অসম সরকার জমির কেনাবেচার ক্ষেত্রে বৈধ নাগরিকত্ব যাচাই করিবার জন্য নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করিতে শুরু করিয়াছে। এই কৌশলের মূল লক্ষ্য অনুপ্রবেশকারীদের হাতে যাহাতে জমি বিক্রি করা না হয়। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকাইতে গিয়া ভারতীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন করিয়াছে অসীম সরকার। অসমে প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া ভিন্ন ধর্মে কেউ জমি বিক্রি করিতে পারিবে না। বৈধ’ ভারতীয় নাগরিকত্ব থাকিলে কেন এমন তুঘলকি নিয়ম? সীমান্ত এলাকায় জনবিন্যাস বদলাইয়া যাইতেছে। স্বাধীনতা দিবসের দিন লালকেল্লায় দাঁড়াইয়া এমনই মন্তব্য করিয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাহার আগে-পরে বিভিন্ন রাজ্যেই এ নিয়া তৎপরতা শুরু হইয়াছে। বিশেষত, বিজেপি-শাসিত রাজ্যে। এর আগে বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে ভোটার-তালিকার ‘বিশেষ নিবিড় সংশোধনী’-র কাজ শুরু হইয়াছিল। এবার এক ধাপ এগিয়ে বড় ঘোষণা করিল অসমের হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার। তাহাদের সিদ্ধান্ত, এবার থেকে আর প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া ভিন্ন ধর্মে জমি বিক্রি করা যাইবে না। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণেই ‘ল্যান্ড জেহাদ’-এর মতো সমস্যা নিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বেগের ইঙ্গিত মিলিয়াছিল। সেই সূত্র ধরিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছে অসম সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্য এমনিতেই সংবেদনশীল। তাই এখানে জমি হস্তান্তরের বিষয়টিতে কড়া নজর রাখা উচিত। অসমের কোনও বাসিন্দা যদি তাহাদের জমি স্বেচ্ছায় ভিন্ন ধর্মের ব্যক্তির কাছে বিক্রি করিতে চান, সেক্ষেত্রে আগে পুরো বিষয়টি সরকারকে জানাইতে হইবে। প্রশাসন বিষয়টিতে নজর রাখিবে। খতিয়ে দেখা হইবে--- যিনি জমি কিনছেন তাহাল রোজগারের উৎস কী। ওই জমি বিক্রি করা হইলে স্থানীয় অঞ্চলে সামাজিক সংহতি বজায় থাকছে কি না, তাও পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকিবে, এবং তাহাতে ‘সবুজ সংকেত’ পাওয়া গেলে— তবেই ভিন্ন ধর্মে জমি বিক্রির ছাড়পত্র দেবে সরকার।জমি-বাড়ি, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের নানাবিধ সরকারি নিয়ম রহিয়াছে। আধার কার্ড থেকে শুরু করিয়া অন্য নথি জমা দিতে হয় রেজিস্ট্রি করার আগে। ভারতীয় নাগরিক ছাড়া কেউ সম্পত্তি কিনিতে গেলে নানা বাড়তি নথি লাগে। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যাইতে পারে, এক্ষেত্রে ‘লক্ষ্য’ সংখ্যালঘু শ্রেণির মানুষ। কিন্তু কোনও বৈধ’ ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে, তিনি যে-ধর্মেরই হোন না কেন, সম্পত্তি কেনাবেচায় সরকারের আগাম অনুমতি নিতে হইবে কেন? এটা তো নাগরিকের অধিকার। কোনও সরকার কি ধর্মের ভিত্তিতে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে? আইনি ব্যাখ্যায় এর সমর্থন করা সম্ভব নয়। এর আগেও এমন উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছিল। যাহা খারিজ করিয়া দিয়াছিল গুয়াহাটি হাই কোর্ট। এবং কেউ যদি আইনি সুরাহা চান, তাহা হইলে ফের সরকারের মুখ পুড়িতে পারে।অসমের মুখ্যমন্ত্রী খোলাখুলি দাবি করিয়াছেন, অনুপ্রবেশকারীরা জোর করিয়ি জমি কিনিয়া বসবাস শুরু করিয়াছে। ‘অনুপ্রবেশ’ আটকানোর দায়িত্ব তো সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফের। যাহা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন। কেন্দ্রেও ক্ষমতায় হিমন্তের দল বিজেপি। তাহা হইলে সেজন্য কেন্দ্রের উপর চাপ তৈরি না-করিয়া কীভাবে সরকার এমন তুঘলকি সিদ্ধান্ত নিতে পারে!

বাঙালি বিদেশি নয়, বিদেশি অবাঙালি জনগোষ্ঠী

বর্তমানে বাংলাদেশের মাটি বা পশ্চিমবঙ্গের মাটি যেমন বাংলার মাটি বলে পরিচিত। তেমনি সেইদিন ত্রিপুরা অসম, বিহার, ওড়িষ্যা নিয়েছিল নবাব সিরাজ দৌল্লার বাংলা, অর্থাৎ বাংলার মাটি। সেই বাংলায় অধিকাংশ ছিল বাঙালি জনগোষ্ঠী। যার মস্তিস্ক ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং পৃথিবী বিখ্যাত বাংলা-বাঙালির ইতিহাস। বাংলার আয়তন ছিল ৫,৩৫,৪,৭১ বর্গ কিঃ মিঃ) তৎকালীন ভারতে ১২টি প্রদেশের মধ্যে বাংলা ছিল নানা ভাষাভাষি জনবহুল বিশাল প্রদেশ। উত্তরে নেপাল, ভুটান, সিকিম। দক্ষিণে মাদ্রাজ, বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রহ্মদেশ ও চিন সীমান্ত। পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশ। বাংলায় ছিল বাঙালি অবাঙালির মহামিলন পরিবেশ। এ মর্মে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলেছেন, “নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান।” সেই মহামিলনের দেশে আজ ভাই ভাই পিতাপুত্রের লড়াই শুধু একমাত্র রাজনীতির কারণ।

ইতিহাস বিক্রিত করে বাংলার মাটিতে বাঙালির ভ্রাতৃত্ব পরিবেশ ধ্বংস করেছে। পাশাপাশি বাংলার মাটিতে বহিরাগত মানুষ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সহযোগিতায় বাংলার মাটি দখল করছে আর রাজনীতির চক্রান্তে বাঙালি অপসারণ হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে মাড়োয়ারী ও গুর্খাল্যান্ড, অসমে বোরো ল্যান্ড, ত্রিপুরায় ত্রিপরা ল্যান্ড বলে বৈরী সেজে যারা বাঙালির উপর অত্যাচার করছে, ইতিহাস তাদের কোনওদিন ক্ষমা করবে না। কারণ মানুষ হুকুমের গোলাম হয়ে কাজ করে, ইতিহাস কিন্তু হুকুমের গোলাম নয়। ইতিহাস সদা সত্য কথা বলে। প্রকৃত ইতিহাস বিচার করলে বাঙালি বিদেশী নয়। বিদেশি অবাঙলি জনগোষ্ঠী। সেইদিন পরাধীন দেশে ছিল ব্রিটিশের আক্রমণ, বর্তমানে স্বাধীন দেশে চলছে ব্রিটিশের উত্তরসূরী হিন্দি ভাষী নেতৃত্বের আক্রমণ। ব্রিটিশের রোশানলে বাঙালি যেমন দগ্ধ হচেছ, তেমনি হিন্দি ভাষির শাসনতন্ত্রেও বাঙালি আজ অনেকে দগ্ধ হচ্ছে। আর সেই দগ্ধ বাঙালি অগ্নিযজ্ঞে দাঁড়িয়ে আজও অস্তিত্বের লড়াই করছে। শেষ অস্তিত্বের লড়াই এ বাঙালির শত্রু ৫৬ কোটি যদু বংশের মত বিনাশ হবে, অবশেষে বাঙালির জয় অনিবার্য। সেইদিন কৌরব আর পাণ্ডবের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির মূল কারণ ছিল ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপার। সেইরূপ আজ বাঙালি অবাঙালির মধ্যে শুরু হয়েছে ভূমির লড়াই। দলীয় লড়াই প্রতিরোধে দিল্লির নেতৃত্ব যেখানে দৌড়ে আসে, সেখানে বাঙালি অবাঙালির লড়াই প্রতিরোধে বা উভয় জনগোষ্ঠীর সমস্যার সমাধান দিতে কেউ আসে না। হয়তো আসতো যদি বাঙালির হাতে অবাঙালি আক্রান্ত হতো। এর পেছনে কি রহস্য থাকতে পারে এব্যাপারে সবার স্বার্থে ভাবতে হবে বাঙালি অ-বাঙালি উভয় জনগোষ্ঠী আমাদের বর্তমান বাংলাদেশ যার পূর্ব নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। দেশভাগের পূর্বে এর নাম ছিল ত্রিপুরা অর্থাৎ বাংলাদেশের সমতল অঞ্চল চাকলা রোশনাবাদ ও মেঘনার পূর্বাঞ্চল নিয়ে ছিল সমতল ত্রিপুরা। আর বর্তমানে আমরা যেখানে বসবাস করছি। সেখানকার নাম ছিল পার্বত্য ত্রিপুরা। সেদিন সমতল ত্রিপুরা পার্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী ছিল আগরতলা। বিভিন্ন স্থানে রাজ্যের বিভিন্ন রাজবাড়িও বিভিন্ন কারুকার্য তৈরি হয়েছে সমতল ত্রিপুরার আয় দিয়ে। আজ থেকে প্রায় ৫৫০ বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষতার কারণে খাদ্যের সন্ধানে বিভিন্ন দেশ থেকে ধাপে ধাপে এসেছিল এই উপজাতি জনগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে যেমন রয়েছে ১৯টি জাতি। তেমনি রয়েছে ১৯টি ভাষা। জনবসতির বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার রাজা তাদের বসবাসের অধিকার দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে রাজতন্ত্র শাসন পতনের সুযোগে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক স্বার্থে, দেশ ভাগ চক্রান্তে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ত্রিপুরায় আগন্তুক বাঙালি বিদেশি ও বহিরাগত বলে যে অপপ্রচার করেছে, তার ফসল বর্তমানে বৈরী আক্রমণ ও বিদেশি বিতারণ আন্দোলন। বাঙালি অ-বাঙালির মিলন পরিবেশ বিচ্ছিন্নতা উন্নয়ন ক্ষেত্রে ঘাটতির মূল কারণ। আর এই ঘাটতির অধিক বোঝা বহন করতে হচ্ছে আজ বাঙালির ঘাড়ে অর্থাৎ বাঙালি করদাতা প্রজা সেদিন যেমন কর দিয়েছিল তেমনি বাঙালি আজও কর দিয়ে যাচ্ছে। উপজাতি সেদিন যেমন করহীন প্রজা ছিল, তেমনি তারা আজও করহীন প্রজা। করহীন প্রজারা কোন দিন ভূমির মালিক হতে পারে না।

-হরলাল দেবনাথ, কৃষ্ণনগর, সিধাই মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা।

শুল্ক যুদ্ধে শেষ হাসিটা হয়তো ট্রাম্প নয়, মোদিই হাসবেন

প্রবীর মজুমদার

ভারতের ওপর প্রথমে ২৫ শতাংশ, পরে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ মার্কিন বাণিজ্য শুল্ক আরোপের ঘটনায় ভারতের অর্থনীতিতে নিঃসন্দেহে বড় রকমের চাপ পড়বে। সবচেয়ে বড় চাপ আসবে কৃষি খাতে। রাজনীতিতেও তার প্রভাব অনিবার্য। এমনকি মোদির গদি নিয়েও টান পড়তে পারে।

যে প্রশ্নের উত্তর এখনো মেলেনি, তা হলো ট্রাম্প-মোদির বন্ধুত্ব বা “রোমান্স” সত্ত্বেও হঠাৎ কী এমন ঘটল যে ট্রাম্প তাঁর প্রিয় বন্ধুকে এই বিপদ ফেলে দিলেন? দুটি কারণ সামনে এসেছে। ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের ওপর ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে চাপ বাড়াতে চান। রাশিয়ার তেল কিনে ভারত এ যুদ্ধ জিইয়ে রেখেছে। অতএব ভারতকে সে পথ থেকে সরে আসতে তার ওপরই চাপ প্রয়োগ করতে হবে। সমস্যা হলো ভারতের চেয়ে রাশিয়ার কাছ থেকে অনেক বেশি তেল কেনে চিন। কিন্তু, তার ওপর তো কোনো নিষেধাজ্ঞা বা বাণিজ্য শুল্ক আরোপ করা হয়নি। এই সেদিন ট্রাম্প বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন করতে চিনকে আরও ৯০ দিনের সময় দিয়েছেন। অন্যদিকে যুদ্ধ না থামালে রাশিয়ার ওপর অতিরিক্ত শুল্কের কথা ট্রাম্প বলেছেন বটে, কিন্তু আরোপ করেননি। উল্টো কোনো পূর্বশর্ত ছাড়াই পুতিনকে নিজের দেশে ডেকে এনেছেন আলোচনায় বসতে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ, ঝিকে মেরে বউকে শায়েস্তা করার মতো ট্রাম্প ভারতকে শাস্তি দিয়ে “ব্রিকস”-কে থামাতে চান। ব্রিকস, মানে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত বিকল্প অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট, যার একটা বড় লক্ষ্য বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ছড়ি ঘোরানোয় বাধা দেওয়া। এই জোট বিশ্বজুড়ে ডলারের চলতি আধিপত্য রোধে বিকল্প “কারেন্সি”ও চালু করতে চায়। সে কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেছেন, এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যেতে পারে না। কিন্তু তাঁর এ যুক্তি হলো ভারত নয়, রাশিয়া ও চিন এই দুই দেশ ব্রিকসের প্রধান দুই খুঁটি। ট্রাম্প তাদের ওপর চাপ না প্রয়োগ করে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর চাপ প্রয়োগ করছেন। তাতে লাভ কী?

অতএব ট্রাম্প-মোদির ব্রোমান্সের আপাত অবসানের পেছনে কারণ হিসেবে অন্য কিছু খুঁজতে হবে। সে রকম একটা কারণ হলো পাক-ভারত যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ভূমিকা। ট্রাম্প ও তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বারবার দাবি করেছেন, ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় এই দুই দেশের মধ্যে সর্বশেষ যুদ্ধ বন্ধ সম্ভব হয়েছে। ট্রাম্প নিজে তাঁর সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে বড় বড় অক্ষরে লিখেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে রাতভর আলাপ-আলোচনার পর তাঁরা উভয়েই “পূর্ণ ও তাৎক্ষণিক” যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছেন। রুবিও এক কদম এগিয়ে নিজ থেকে দাবি করেছেন, শুধু ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় এ যুদ্ধবিরতি অর্জন সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও সে দেশের সেনাপ্রধান আসিম মুনির বেশ জোরেশোরেই বলেছেন, “ঠিক। ঠিক।” শুধু তা-ই নয়, ১৮ জুন হোয়াইট হাউসে এক মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেওয়ার সময় আসিম মুনির এ যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ঐতিহাসিক ভূমিকার জন্য শান্তিতে নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম সুপারিশ করে একটি চিঠির কপি ট্রাম্পের হাতে হস্তান্তর করেন। সমস্যা হলো ভারত বলছে উল্টো কথা। তারা বলছে, যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের মধ্যস্থতার প্রশ্নই ওঠে না। পাকিস্তানের জোরাজুরিতে দুই দেশের সামরিক বাহিনীর নিয়মিত চ্যানেলের মাধ্যমে সংঘর্ষ বন্ধে উভয় দেশ সম্মত হয়েছে। এ প্রশ্নে ভারতীয় সংসদে তর্কবিতর্ক হয়েছে, সরকারের কাছ থেকে বিরোধী কংগ্রেস ব্যাখ্যা চেয়েছে। মোদি সাফ বলেছেন, না, এতে ট্রাম্পের কোনো ভূমিকাই ছিল না।

এ ঘটনার দুই সপ্তাহের মাথায় ট্রাম্প ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের কথা ঘোষণা করেন। কেন, তার উত্তর সম্ভবত এই শেষ কারণেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এটা কোনো গোপন ব্যাপার নয় যে ট্রাম্প যেভাবেই হোক শান্তিতে নোবেল পুরস্কারটি চান। কিছু না করেই প্রেসিডেন্ট ওবামা এ পুরস্কার পেয়েছেন, আর তিনি পাবেন না! দ্বিতীয় দফায় নির্বাচিত হয়ে ট্রাম্প নিজেকে শান্তির দূত প্রমাণে নানা উদ্যোগ নিয়েছেন। এক দিনেই গাজা ও ইউক্রেন যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন- এমন ঘোষণা করেছিলেন। সে ঘোষণা ঢাকের আওয়াজের মতো বারবার পেটানো হলেও বাস্তবে অবস্থা বদলায়নি। তবে এই দুই ক্ষেত্র ছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ একাধিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেমন আর্মেনিয়া আজারবাইজানের মধ্যে দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী ও লড়াই থামাতে একটি শান্তিচুক্তির ব্যবস্থা করেছেন তিনি। রুয়ান্ডা ও কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ বন্ধেও তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগ কাজে লেগেছে। অতি সম্প্রতি থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে হঠাৎ যে যুদ্ধ বেঁধে গেল, তা থামাতেও ট্রাম্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ না করলে দুই দেশের ওপরই তিনি অতিরিক্ত বাণিজ্য শুল্ক আরোপ করবেন এমন হুমকি দিয়েছিলেন। শোনা যাচ্ছে, তাতেই কাজ দিয়েছে। নোবেল পুরস্কারের পথে এসবই ট্রাম্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি, সেটিও তাঁর টুপিতে আরেক পালক হতে পারত। অথচ তাঁরই বন্ধু মোদি তাঁর এ “মেটিকুলাসলি ডিজাইন্ড” প্রকল্পে এভাবে জল ঢেলে দেবেন, তা হয়তো ঘুণাক্ষরেও তিনি ভাবেননি। শুল্ক তো খুবই সামান্য, ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি যে আরও ভয়াবহ কিছু করে বসেননি, তাতেই রক্ষে। এ কথায় কোনো ভুল নেই- ভারতের ওপর এ অস্বাভাবিক শুষ্ক মোদির জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। শুল্ক ছাড়াও মার্কিন কৃষিজাত পণ্যের জন্য ভারতীয় বাজার উন্মুক্ত করার দাবি তুলেছেন ট্রাম্প। সে দাবির জবাবে মোদি সরাসরি না বলে দিয়েছেন। তিনি এমন কথাও বলেছেন, এ জন্য তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে বড় ধরনের মূল্য দিতে হবে। তাঁর এ শেষ কথা উদ্ধৃত করে কেউ কেউ এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, আগামী বছরের রাজ্য পর্যায়ের নির্বাচনে তিনি হয়তো বড় রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবেন। এমনকি তাঁর গদি নিয়েও টান পড়তে পারে। এ কথায় সেই ইঙ্গিতই রয়েছে। তবে তা মনে হয় না। “মূল্য দিতে হবে” বলতে মোদি আসলে কী বলেছেন, তা তাঁর কথায় নজর দিলেই পরিষ্কার হবে। মোদি তাঁর হিন্দি ভাষণে বলেন, “দেশ কি লিয়ে কিসি ভি কিমাত কো চুকানে কো তৈয়ার হু”। অর্থাৎ “দেশের স্বার্থে যেকোনো চরম মূল্য দিতে আমি প্রস্তুত।” অন্য কথায়, “যে যা-ই বলুক, আমার জন্য দেশের স্বার্থ সবার আগে, আমি সে প্রশ্নে মাথা নোয়াব না।” বস্তুত, তাঁর এ মারকুটে বক্তব্য মোদিকে সম্ভবত দেশের ভোটারদের কাছে আরও জনপ্রিয় করবে। কংগ্রেসের জনপ্রিয় সংসদ সদস্য শশী থারুর তো বলতে গেলে মোদিকে তাঁর এ শক্ত অবস্থানের জন্য বাহবাই দিয়েছেন। দু’জনের “ব্যালান্স শিট” মিলিয়ে বলতে পারি, বাণিজ্য শুল্কের এ খেলায় মোদি নন, ট্রাম্পই ঠকবেন বেশি। আগেই বলেছি, ব্রিকসকে ভয় দেখাতে ট্রাম্প ভারত ও ব্রাজিলের ওপর অতিরিক্ত শুল্কের কুঠারটি ছুড়ে মেরেছেন। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ঘটছে ঠিক উল্টো। ভারতের মতো ব্রাজিলও বলেছে, ট্রাম্পের হুমকিতে তারা ভীত নয়। মাথা নিচু করে মেনে নেওয়ার বদলে তারা সমান হারে পাল্টা শুল্ক বসাবে। আরও মজার ব্যাপার হলো এ বাণিজ্যযুদ্ধের ডামাডোলের ভেতরেই ব্রিকসের তিন প্রধান কুশীলব-চিন, রাশিয়া ও ভারত একে অপরের আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার পথে কয়েক কদম এগিয়ে গেছে। ট্রাম্প যেদিন ভারতের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শুল্কের হুমকি দিলেন, সেদিনই দিল্লি জানাল প্রধানমন্ত্রী মোদি চিন সফরে যাচ্ছেন। আরও জানা গেল, শুধু মোদি নন, মস্কো থেকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও আসছেন সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের এক বৈঠকে অংশ নিতে। ৩১ আগস্ট তিয়ানজিনে তাঁরা চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে এক শীর্ষ বৈঠকে যোগ দেবেন। এটি হবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে “গ্লোবাল সাউথ”-এর শক্তি প্রদর্শনের একটি বড় মহড়া। একই সঙ্গে তা পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার শিকার রাশিয়াকে আরেকটি কূটনৈতিক সাফল্য অর্জনেও সাহায্য করবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্লাদিমির পুতিন ছাড়াও মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নেতাদের সাংহাই কো-অপারেশন অগানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর মাধ্যমে সাত বছরের বেশি সময় পর চীনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হবে প্রথম সফর। দুই দেশ ২০২০ সালের সীমান্ত সংঘর্ষের পর উত্তেজনা কমানোর দিকে কাজ করছে। শেষবার সি চিন পিং ও পুতিনের সঙ্গে মোদির একই মঞ্চে দেখা হয় গত বছরের ব্রিকস সম্মেলনে রাশিয়ার কাজানে। তখন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমা নেতারা রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে উপেক্ষা করেছিলেন। নয়াদিল্লিতে রুশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা গত সপ্তাহে জানিয়েছিলেন যে মস্কো আশা করছে, শিগগিরই চীন ও ভারতের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা হবে। এ বৈঠকের ফলাফল কী হবে জানি না, তবে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে তাঁরা নতুন খুঁটি চালা নিয়ে আলোচনা করবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুল্কযুদ্ধ নিয়ে আলোচনা তো হবেই, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর বাণিজ্যিক নির্ভরশীলতা কীভাবে কমানো যায়, সে বিষয়েও আলোচনা হবে। নিরাপত্তার প্রশ্নটিও বাদ যাবে না। বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে বাজি খেলায় দিনের শেষ হাসিটা হয়তো ট্রাম্প নয়, মোদিরই হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

গাইতে গাইতে গানেরাই হয়ে উঠেছে আমার শিক্ষক

অভীক ঘোষ

‘গানের মাস্টার’ বলতে ‘ওস্তাদ গাইয়ে’ বোঝা যেতে পারে কি না, না ভেবে, ‘গানের শিক্ষক’ ধরে নিয়েই কিছু কথা বলি। রবীন্দ্রনাথের গান এখন প্রায় জীবনের মাস্টার হয়ে উঠেছে। আর, সেই গান শিখতে থাকার ব্যাপারটা ফুরনোর কোনও সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না। শেখার সেই অভিজ্ঞতাটিকে শুরু থেকে ফিরে দেখার চেষ্টা করা যাক। অস্তাচলের ধার থেকে পূর্বাচলের পানে তাকালে, প্রথম স্মৃতি--- রেডিওর গানের সঙ্গে মায়ের গলা মেলানোর। শুধু রবীন্দ্রনাথ নয় অবশ্য। অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুলও। পুজোর সময় মাইকের গানে বৈচিত্র আরও বেশি। আলমবাজার অঞ্চলে সারদা মিশন পরিচালিত আমার প্রথম ইশকুলেও গীতা দিদিমণি, স্বপ্না দিদিমণি গান শেখাতেন। নানারকম গান। বাড়িতে গ্রামাফোন এসেছিল ইশকুলে যাওয়া শুরু করার কিছু পরে। মায়ের গান শোনা যেত আগের থেকে বেশি। মা গান ভালোবাসতেন। মা চাইতেন আমি গান শিখি। সব বাড়িতেই তখন গান শেখার চল ছিল, তবে, ছেলেদের থেকে মেয়েদের জন্যই ‘গানের মাস্টার’রা বোধহয় বেশি আসতেন সব বাড়িতে।

ক্লাস ফাইভে পড়ার সময় বনহুগলির একটি দোকান থেকে আমার জন্য একটা হারমোনিয়াম কেনা হল। আর শনিবার সন্ধ্যায় আসতে শুরু করলেন ছন্দা মাসি। মায়ের ইশকুলের সহকর্মী। হারমোনিয়ামের বেলোর নাগাল পেতাম না বলে ছন্দামাসির কোলে বসে বাজাতে হত। জর্দার গন্ধ এখনও মনে আছে। অর্থহীন সা-পা-ধা-পা বিরক্তিকর লাগত খুব। হারমোনিয়ামে বাজানোর চেষ্টা করতাম ‘আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও’। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটি মায়ের প্রিয় ছিল। সেই হারমোনিয়াম আজও আছে আমার কাছে। সেইটেই আছে শুধু।

কয়েক মাসের মধ্যে হারমোনিয়াম বাড়িতে রেখে শান্তিনিকেতনে হোস্টেলে চলে এলাম। পাঠভবনে গানের ক্লাসে ‘গানের মাস্টার’ পেলাম সিতাংশুদাকে। সদ্যপ্রয়াত শ্রদ্ধেয় সিতাংশু রায়। আমার গান শুনে সিতাংশুদার ভালো লাগল।

পুরাতন শান্তিনিকেতনের সংগীতভবন

সাহিত্যসভায় একা গাওয়ালেন ‘নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল’। তারপর কিছুদিন পথে-ঘাটে উঁচু ক্লাসের দিদিদের গাল টেপার অত্যাচারে বিব্রত হতে হয়েছিল। সাহিত্যসভাগুলিতে অবশ্য সমবেত গানই গাওয়া হত বেশি। বাচ্চুদি, মঞ্জুদি, কুটুদিদের কাছে কখনও কখনও ক্লাস করলেও পাঠভবনে সিতাংশুদার কাছেই গানের ক্লাস করেছি বেশি। ছুটির সময় বাড়ি গিয়ে হারমোনিয়াম নিয়ে খেলা করতাম কখনও সখনও। নতুন শেখা সব গান মাকে শোনাতে হত। মা খুশি হতেন খুব। ‘কী কঠিন কঠিন গান শেখানো হয় ওখানে’ বলতেন সকলকে। মাধ্যমিকে ১০০ নম্বরের একটা বেছে নেওয়ার বিষয়--- মায়ের আগ্রহে নিতে হয়েছিল গান। বন্ধুরা প্রায় প্রত্যেকেই নিল ‘কাঠের কাজ’। আকারমাতৃক স্বরলিপির নিয়মকানুন কিংবা অতুলপ্রসাদ রজনীকান্তের জীবনী পড়তে বিরক্তিকর লাগত। আমার তালজ্ঞান আর অধ্যবসায়ের অভাবে সিতাংশুদাও কম বিরক্ত হতেন না। দশম শ্রেণির শেষদিকে সিতাংশুদা গেলেন সংগীতভবনে। পাঠভবনে গানের শিক্ষক হয়ে যোগ দিলেন বিজয় সিংহ। বিজয়দাকে তার আগে সংগীতভবনের ছাত্রাবস্থায় চিনতাম। শান্তিদার প্রিয় ছাত্র। হারমোনিয়ামে চাপড় মেরে মেরে কোরাস গানের জোয়ার আনলেন বিজয়দা। মেয়েদের থেকে ছেলেরা কেন কম গান গায়— প্রশ্ন তুলে ‘বিদায়ীসভা’য় আমাদের ‘বিদায়ী’ ক্লাসের চারজন ছেলেকে দিয়ে একা গান গাইয়েছিলেন। সুগায়িকা সহপাঠিনীরা অনেকেই সুযোগের অভাবে দুঃখ পেয়েছিল।

পাঠভবনের জীবনে গানের ক্লাসে যত গান শিখেছি, তার থেকে অনেক বেশি শিখেছি ক্লাসের বাইরে। বিশেষ করে পিকনিক এক্সকারশনে। ক্লাসের বাইরের এই গানের জগতে দু’জন ছিলেন প্রধান। সুপ্রিয়দা, অধ্যক্ষ সুপ্রিয় ঠাকুর, আর সুপ্রিয়াদি, ইংরেজি শিক্ষিকা, শান্তিদার ভ্রাতৃবধূ। রবীন্দ্রনাথের গান কত যে এঁদের জানা ছিল, কথা দেখতে হত না, একের পর এক গেয়ে চলতেন সকলকে নিয়ে। উঁচু ক্লাসের দাদা-দিদিদের সঙ্গে গলা মেলাতে মেলাতে আমরাও শিখে যেতাম কত গান। স্বরলিপি দেখতে আর শেখা হয়নি কখনও। আর অনেক গান শুনতাম বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে, উপাসনাগৃহে। বিশেষ বিশেষ উপাসনায় একা গাইতেন শান্তিদা-মোহরদি-বাচ্চুদিরা। শান্তিদার গলা শুনলে কেমন যেন হাসি পেত, মোহরদি-বাচ্চুদির গানে পেত ঘুম। আজ কৃতজ্ঞ লাগে খুব। অবচেতনে রয়ে গিয়েছে সেই গানেরা। মহর্ষি-স্মরণের উপাসনায় ওস্তাদজি, ওয়াজেলওয়ার, গাইতেন ‘পরিপূর্ণমআনন্দম। পরে মোহনদা। আরও পরে চন্দন মুন্সী অথবা সন্দীপ সেন। বারে বারে শুনতে শুনতে কখন অজান্তে চেনা চেনা হয়ে গেছে অপরিচিত কঠিন গানটি। উপাসনা গৃহ, পুরাতন শান্তিনিকেতন কলকাতায় কলেজে পড়তে গেলাম যখন, মায়ের ইচ্ছে ছিল গান শেখাটা নতুন করে শুরু করি। কিন্তু ততদিনে ‘মানুষ’ হয়ে গেছি। মায়ের সব ইচ্ছেতে সম্মতি জানানোর মতো ছোট নেই। বাড়িতে থাকতামই বা কতটুকু সময়! তবে গণসংগীতের দলে ভিড়ে এদিক-ওদিক চেঁচিয়ে বেরিয়েছি অনেক। রবীন্দ্রনাথের গান, আমার মাস্টার হতে শুরু করল শান্তিনিকেতনে পাঠভবনে গৃহাধ্যক্ষ হয়ে কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে। আবাসিক জীবনটি সম্পৃক্ত যাপনের সুযোগে গান জড়িয়ে রইল প্রাত্যহিকতায়। দু’জন অগ্রজ সহকর্মীর কথা বলতেই হয়, যাঁরা পাঠভবনের ছাত্রাবস্থায় আমার থেকে কয়েক বছরের বড় ছিলেন— পুলক দত্ত আর শ্রীলেখা চট্টোপাধ্যায়। পাঠভবনে ক্লাসের বাইরের গানের যে জগৎটি, সুপ্রিয়দা-সুপ্রিয়াদির সঙ্গে এঁদের দু’জনের যোগদানে সেটি হয়েছিল সমৃদ্ধতর। আমি আর আমার সহকর্মী গৃহাধ্যক্ষ পার্থ চক্রবর্তী এই দলে জুড়ে গেলাম অনতিবিলম্বে। ‘পিকনিক-আউটিং- এক্সকারশন -রেইনি ডে’ উপলক্ষের অভাব ছিল না। আর একটা বিরাট সৌভাগ্য হল, সব উৎসব-অনুষ্ঠান-নৃত্যনাট্যের মহলাগুলি হত ছাত্রাবাস সংলগ্ন বড় পাঠকক্ষগুলিতে। আমার বাসস্থানটিও ছিল সে প্রাঙ্গণেই। ফলে গানের ঝরনাধারায় অবগাহনের অবকাশ ছিল অফুরান। তার সঙ্গে সাপ্তাহিক উপাসনার গানেরা তো ছিলইই। আজ তাই বলতেই পারি, শান্তিনিকেতনই আমার ‘গানের মাস্টার’। ছাত্রাবাসের ছাত্রদের সঙ্গে গান করতে ভালো লাগত। ওরাও খুশি হত। ওদের সঙ্গে গাইতে গাইতে টের পেতাম চেনা গানেদের নতুন করে চিনছি। কথাগুলো নতুন করে ধরা দিচ্ছে পরিণত মনে। গানেরা নিজেরাই এভাবে ক্রমশ ‘মাস্টার’ হয়ে উঠল।

ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে লেখক

আজ, অবসর জীবনের অস্তাচলে এসে আর এক সৌভাগ্যের স্পর্শ পাচ্ছি। ছোটদের সঙ্গ পাই নিয়মিত। তাদের সঙ্গে গান করার সুযোগও পাই। অনেকে হয়তো মনে করেন আমি গান শেখাই, মানে ‘গানের মাস্টার’ হয়ে গিয়েছি বুঝি। একেবারেই তা নয়। আমি তো গানের কাছেই গানটা শিখি আর শেখাই শুধু নিজেকেই। শোনাইও শুধু নিজেকেই। মা তো আর কাছে নেই যে, গান শুনতে চেয়ে বিরক্ত করবে। চোখ খুলে গান করতে পারি না কিছুতেই। চোখ বন্ধ না করলে গানের মধ্যে ডুব দেওয়া কঠিন হয়। আমি গাইতে থাকি, ছোটরা আমার সঙ্গে গাইতে থাকে। আবার আমিও তাদের সঙ্গে গাইতে থাকি। গানে স্নান করতে থাকি। তালকানা তো চিরকালই। সুরও কত ভুলভাল হয়। কিন্তু ভালোবাসায় ভরে ওঠে মন। গানে ভরে ওঠে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান পরিকল্পনা দপ্তরের উদ্যোগে "এক পেড় মা কে নাম" কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান পরিকল্পনা দপ্তরের উদ্যোগে ভাটি অভয়নগর মোল্লা পাড়া জেবি স্কুল প্রাঙ্গণে বৃহস্পতিবার আয়োজিত হয় বনমহোৎসব "এক পেড় মা কে নাম"। মা এবং মাতৃভূমির জন্য এক পদক্ষেপ। আজ এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাটি অভয়নগর মোল্লা পাড়া জেবি স্কুল প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল প্রদীপ চন্দ্র সহ অন্যান্যরা।

বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধ করতে হলে বৃক্ষরোপণই একমাত্র রাস্তা। গাছ কাটার ফলেই বিশ্ব উষ্ণায়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তা থেকে বাঁচতে বৃক্ষরোপনই হচ্ছে একমাত্র উপায়। সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্রধানমন্ত্রী মোদিজি এক পের মাকে নাম কর্মসূচিতে সকলকে বৃক্ষরোপনে এগিয়ে আসতে আব্বার রেখেছেন। সেদিকে লক্ষ্য রেখে সারা দশের সঙ্গে রাজ্যেও দলীয়ভাবে হোক আর সরকারিভাবে বৃক্ষরোপনে এগিয়ে আসছে সকলেই। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ এই কর্মসূচি পালিত হয়।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য একটা সময় অরণ্যে ভরপুর ছিল। একটু বর্তমানে কমে যাচ্ছে গাছের সংখ্যা। একটি গাছ একটি প্রাণ গাছ যদি না থাকে আমাদের জীবনও থাকবে না। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। গাছকে যদি আমরা বাঁচিয়ে না রাখি তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম এ পৃথিবীতে বাস করতে পারবে না। তাই বৃক্ষরোপনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

রাজ্য সরকার গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে: খাদ্য মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: রাজ্য সরকার গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক গণবন্টন ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সকলের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে একথা বলেন। এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানে দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ, রেশন ডিলারগণ ও ট্রান্সপোর্ট কনট্রাকটরগণ অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ভোক্তাদের সুবিধার্থে পুরানো রেশন কার্ডের বদলে পিভিসি রেশন কার্ড চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ থেকেই এই পিভিসি রেশন কার্ড বিলি শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৪ লক্ষ ৭৮ হাজার পিভিসি কার্ড তৈরী করা হয়েছে। রেশন ডিলারগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ছোট অনুষ্ঠান করে এই পিভিসি রেশন কার্ডগুলি বিলি করবেন।

তিনি বলেন, গণবন্টন ব্যবস্থায় ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। দেশে রয়েছে তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে। বর্তমানে ই-কেওয়াইসি"তে ত্রিপুরা ৮১ শতাংশ সাফল্য অর্জন করেছে। একে ১০০ শতাংশ করতে। যাতে ত্রিপুরা দেশে এক নম্বর স্থানে থাকতে পারে। তিনি বলেন, রেশন শপগুলিতে প্রতিটি জিনিসের গুণগতমান বজায় থাকতে হবে। যথাসময়ে যেন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে ৬০০টি রেশন শপকে মডেল রেশন শপে রূপান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগে ডিলারগণ অন্তোদ্যয় অন্ন যোজনায় এবং প্রায়োরিটি গ্রুপে ১৪৩ টাকা কমিশন পেতেন। এখন পান ১৮০ টাকা। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, গণবন্টন ব্যবস্থায় যাতে কোন নেতিবাচক বিষয় সৃষ্টি না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। গণবন্টন ব্যবস্থাকে আমরা আরও স্বচ্ছ ও সুন্দর করতে চাই। এলক্ষ্যেই এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার মশুর ডালের ক্ষেত্রে প্রতি কিলো ২৫টাকা ও চিনির ক্ষেত্রে প্রতি কিলো ১৫ টাকা ভর্তুকী দেয়। আসন্ন দুর্গোৎসবে ভোক্তাদের আটা, ময়দা, সুজি দেওয়া হবে।

আলোচনায় অংশ নিয়ে খাদ্য, জনসংভরন ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের বিশেষ সচিব দেবপ্রিয় বর্ধন বলেন, রাজ্যের রেশন শপগুলিকে আরও ভালোভাবে এবং গণবন্টন ব্যবস্থাকে আরও সুচারুভাবে পরিচালনা করার জন্য এই মতবিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা চাই স্বচ্ছতার সাথে রেশনে খাদ্য সরবরাহ করতে। তিনি বলেন, মেরা রেশন অ্যাপ ও অন্ন সহায়তা অ্যাপ এর মাধ্যমে ভোক্তারা অভিযোগ জানাতে পারবেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা সুমিত লোধ। উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমার মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত এবং জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর। অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ রেশন ভোক্তা ও রেশন ডিলারের হাতে নতুন পিভিসি রেশন কার্ড তুলে দেন।

NOTICE FOR INTERVIEW

It is hereby notified that Ex-Servicemen bearing the following Service Number have qualified in the Written Examination held on 06th August, 2025 in the office of Directorate of Sainik Welfare, Tripura for the post of Accountant:-

(a) Unreserved Category: 904761 A, 779774 H, 779930 K, 15705467 N, and 904802 B

(b) Scheduled Caste Category: 4580698 N and 15500374 L

They are required to appear for the Typing Test, Practical Computer Test followed by Interview on 09th September, 2025 (Tuesday) at 10:00 A.M. in the office of Directorate of Sainik Welfare, Tripura, Nehru Office Complex, Gurkhabasti, Agartala, Tripura.

3. All candidates must report at the venue along with their ESM ID Card, all original documents, and one set of self-attested photocopies for verification.

4. No TA/DA is admissible for appearing in the interview.

ICA/D/876/25

Captain (IN) Parmjit Singh (Retd). Director
Directorate of Sainik Welfare, Tripura

NOTIFICATION
WALK-IN-INTERVIEW FOR THE POST OF PROFESSOR, ASSOCIATE PROFESSOR ON CONRACT BASIS

Walk-in-interview for engagement of Professor and Associate Professor on Contractual basis for a period of 11 months are invited from the eligible candidates of Indian National to the post of 01 (one) Professor in Dept. of Conservative and Endodontics, 02 (two) Associate Professor in the Department of Conservative and Endodontics, 01 Associate Professor in the Department of Oral Medicine and Radiology, 01 (one) Associate Professor in the Department of Prosthodontics, 01 (one) Associate Professor in the Department of Pedodontics and 01 (one) Associate Professor in the Department of Oral and Maxillofacial Surgery in Agartala Government Dental College & IGMH under the Health & FW Department Govt. of Tripura will be conducted on 15.09.2025 and 16.09.2025 between 10am- 4 pm. TA,DA is not admissible for appearing in the interview. Further details are available at office of Director of Medical Education Agartala & also available in www.dme.tripura.gov.in, & https://agdc.tripura.gov.in.

ICA/D/ 869/25

Prof. (Dr.) H. P Šarma
Director of Medical Education Government of Tripura

// AUCTION NOTICE //

In pursuance of Govt. of Tripura, Home Deptt. Memo No.F.29(1)-PD/2025 dated 14.08.2025 communicated vide PHQ, Tripura No.21330(3)/F.10(9)-PHQ(B)/2013 (Part-6) dated 18.08.2025, sealed cover tenders are hereby invited for sale of the under mentioned number of various type of un-serviceable store "AS IS WHERE IS' condition :-

Sl No	Name of Articles	Qty.
01	Different size of Tyres	87 Nos
02	Different size of Tubes	79 Nos
03	Different size of Batteries	09 Nos
04	U/S Spare Parts	1270-Kgs
05	Aluminum Aggregates	553- Kgs
06	Steel Aggregates	187-Kgs
07	Iron Aggregates	3262-Kgs
08	Plastic Aggregates	576-Kgs
09	Brass Aggregates	20-Kgs

The intending buyers may collect tender form and terms & conditions from the office of the Commandant, 1st Battalion TSR, Veer Bandhu Gram, Gokulnagar, Sepahijala, Tripura on any working day from 1100 hrs to 1700 hrs. w.e.f. 02.09.2025 to 08.09.2025.

Last date for submission of tender is on 15.09.2025 at 1600 hrs. and will be opened on 16.09.2025 at 1100 hrs. in presence of the tenderers/bidders who may like to remain present at the time of opening of sealed tenders by a board of Committee.

The intending buyers may inspect the above mentioned un-serviceable articles at this location from 02.09.2025 onwards.

ICA/C/ 2070/25

(Bhanupada Chakraborty)
Commandant
1st Bn Tripura State Rifles, Gokulnagar, Sepahijala, Tripura

বাঙালি জাতিকে অপবাদের প্রতিবাদে আমরা বাঙালি দলের প্রতিবাদ মিছিল আগামী ৩০ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: অনুপ্রবেশকারী, বাংলাদেশী ঘুসপেটিয়া অপবাদ দিয়ে মানসিক নির্যাতন ও বাংলা ভাষাকে অপমান করার প্রতিবাদে আমরা বাঙালী দলের পক্ষ থেকে আগামী শনিবার প্রতিবাদী মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। আমরা বাঙালি দল আগামী ৩০ আগস্ট আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে বিক্ষোভ সভার আয়োজন করেছে।

আমরা বাঙালী দলের উক্ত কর্মসূচির অনুষ্ঠানে রাজনীতির উর্ধে উঠে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালী জাতির অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানানো হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতিকে শেষ করে দেওয়ার জন্য দেশভাগের চক্রান্ত শুরু হয়েছিল। ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য রাষ্ট্রীয় চক্রান্তের কারণে ধ্বংসের মুখে।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রতি রাজ্যেই বাঙালীরা মার খেয়ে আসছে। ত্রিপুরায় উগ্রপন্থীরা হাজার হাজার বাঙালীকে খুন করেছে ,মা বোনদের ইজ্জত লুট করেছে এবং বাঙালীদের দোকান বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। বাঙালী জাতির প্রতি সব দলের আমলেই বিমাতাসুলভ আচরণ চলছে। বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মোহনপুরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে কর্মশালা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: মোহনপুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ লেম্বুছড়াস্থিত কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সিভিল ডিফেন্সের ভূমিকা নিয়ে দুইদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, প্রশাসনের উপর জনসাধারণের আস্থা রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নিজে এবং অপরকে কিভাবে বাঁচানো যায় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকর্তা অধ্যাপক মখিলেশ কুমার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ ও ভাইস চেয়ারপার্সন শংকর দেব, মোহনপুর ব্লকের বিডিও ধৃতিশেখর রায়, লেফুঙ্গা ব্লকের বিডিও নরেন্দ্র রিয়াং প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত। শিবিরে হেজামারা, বামুটিয়া, লেফুঙ্গা ব্লকের প্রধান, চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত সচিব, ভিলেজ"র সচিব, মোহনপুর পুর পরিষদের কাউন্সিলার, ওয়ার্ড সচিব এবং কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক বিশ্ব

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-20/EE/RD/KGT/DIV/2025-26 Dt. 21/08/2025

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e- tender on double bid system from the eligible bidders up to 2.00 P.M. of 11/09/2025 for 01 (One) no. work. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail- een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/ 2074/25

Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:-15/EE-BRG/PWD/2025-26, Dated, 27/08/2025

The Executive Engineer, Bishramganj Division, PWD(R&B), Bishramganj invites online percentage rate tender for the works namely:-

Sl No	DNIeT No	Estimated cost (in Rupees)	Earnest money (in Rupees)	Time for Completion	Class of bidders
1.	25/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2025-26	24,26,524.00	48,530.00	180 days	Appropriate class
2	26/R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2025-26	24,26,445.00	48,529.00	180 days	Appropriate class
3.	27 /R/DNIeT/EE-BRG/PWD/2025-26	24,25,472.00	48,509.00	180 days	Appropriate class

Last date and time of document downloading and bidding-03/09/2025 up to 15:00 hrs.
Date and time of opening bid - 03/09/2025 at 15:30 hrs.
Bid fee Rs. 1000.00 Each (non-refundable)
All details are available in the website https://tripuratenders.gov.in. Submission of tenders physically is not permitted.
ICA/C/ 2064/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer,
Bishramganj Division, PWD(R&B).
Bishramganj, Sepahijala, Tripura.

গোকুলনগর এডিসি ভিলেজের বৈরাগীঢেপা এলাকায় জনজাতিদের সঙ্গে কথা বললেন মন্ত্রী বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ আগস্ট:এলাকার সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা একজন জনপ্রতিনিধির প্রধান দায়িত্ব। সেই দায়িত্ববোধ নিয়েই তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি আরডি ব্লকের অন্তর্গত উত্তর গোকুলনগর এডিসি ভিলেজের বৈরাগীঢেপা এলাকায় হাজির হলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। রাতের অন্ধকারে খোলা আকাশের নিচে, সামান্য আলোর পরিবেশে স্থানীয় জনগণ একে একে মন্ত্রীর কাছে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা জানাতে থাকেন।

দীর্ঘদিনের সমস্যা, বিশেষত শিক্ষা ও অবকাঠামোগত ঘাটতির কথা তুলে ধরেন তারা। এলাকায় বর্তমানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও সেটি কেবল প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পড়াশোনার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রায় পাঁচ-ছয় কিলোমিটার পাহাড়ি রাস্তা অতিক্রম করে তুই মধু হাই স্কুলে যেতে হয়। এ নিয়ে অভিভাবকরা বিদ্যালয়টিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করার দাবি জানান। দাবির প্রেক্ষিতে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শুধু শিক্ষা নয়, এলাকাবাসীর অন্য চাহিদাগুলিও আলোচনায় উঠে আসে। মন্ত্রী বলেন, রাস্তা নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের হলেও বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেই কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ইতিমধ্যেই এলাকায় তিনটি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে স্কুলপড়ুয়া শিশু থেকে শুরু করে জরুরি পরিষেবার যানবাহনসকলেই সহজে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। পানীয় জলের সমস্যার কথাও জনগণ উল্লেখ করলে মন্ত্রী জানান, সে সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতেও সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও সুবিধা প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার ও প্রশাসন সক্রিয়ভাবে কাজ করবে।

কমলপুরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৮ আগস্ট: বৃহস্পতিবার কমলপুর গারদ টিলা মৎস্য চাষী ট্রেনিং সেন্টারে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত বছর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান ও মৎস্য চাষীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

কমলপুরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী। উপস্থিত ছিলেন দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সৌমিত্র গোপ, আভাঙ্গা মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক সুমেন শীল, আভাঙ্গা মৎস্য দপ্তরের ফিল্ড অফিসার অপু দাস সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে মহকুমার দুর্গা চৌমুহনী ব্লক ও সালেমা ব্লকের মোট ২, ৪৪২ জন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়, এবং ৪৬ জন মৎস্যজীবীকে কনি জাল,২২ জন মৎস্য ব্যবসায়ীকে আইস বক্স প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন আভাঙ্গা মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক সুমেন শীল। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী ভাষনে বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর মৎস্য চাষীদের মৎস্য উৎপাদন করার লক্ষ্যে নানাভাবে সাহায্য করছে। কমলপুর মহকুমায় প্রায় ১০ হাজার ৪শ মৎস্য চাষী আছে।

গত বছর বন্যায় ২ হাজার ৪৪২ জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর জন্য রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে ৮১ লক্ষ ৪শ ৫৮ টাকা। এই মৎস্য চাষীরা মৎস্য চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। চেয়ারম্যান আরও বলেন, ঠিকভাবে মৎস্য চাষ করলে চাকরির প্রয়োজন হয় না। বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করা যায়। মৎস্য চাষীদের আর্থিক সহায়তা সহায়তা প্রদান করার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান অনুষ্ঠানের উদ্বোধক দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী।

টিবিমুক্ত ভারত অভিযান বিষয়ে পশ্চিম জেলায় বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীলের সভাপতিত্বে "জন জন কা রাখে ধ্যায়ান টিবি মুক্ত ভারত অভিযান" বিষয়ক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে দিল্লি থেকে আসা সার্ভে টিমের প্রতিনিধিদের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় টিবি নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল বিশেষজ্ঞ ড. ভবানী সিং কুশওয়াহা, হু-এর পরামর্শদাতা ড. গৌতম বড়গোহাইন, নিক্ষয় মিত্রর জাতীয় পরামর্শদাতা ড. ডি. ধর্মারাও এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ গঙ্গাধর দাস (কেন্দ্রীয় টিবি ডিভিশন)। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার প্রতিটি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, বিডিওগণ, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য সদস্যাগণ, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার, পশ্চিম জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. রঞ্জন বিশ্বাস এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকগণ।

সভায় তথ্যচিত্রে নিক্ষয় মিত্রের মাধ্যমে জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচিগুলি তুলে ধরা হয়। এই কর্মসূচিতে ২০২৫ সালের মধ্যে সারা ভারতকে যক্ষ্মা রোগ মুক্ত ভারত অভিযান কর্মসূচি সারা ভারতের সাথে ত্রিপুরাতেও ১০০ দিনের প্রচার অভিযান শুরু হয়। সেইসাথে পশ্চিম জেলাতেও এই অভিযান চলছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে প্রতিটি জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, স্বাস্থ্যকর্মীগণ, দুঃস্থ যক্ষ্মা রোগীদের যক্ষ্মারোগ মুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই রোগীদের পুষ্টিকর খাবার, ওষুধপত্র সরবরাহ করা এবং তাদের মানসিক শক্তি যোগানোর কাজ করা হয়। তথ্যচিত্রের মাধ্যমে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়। সভায় এ বিষয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর যক্ষ্মারোগ মুক্ত ভারত অভিযানের ৩ বছর পূর্তি হবে। তিনি বলেন, পশ্চিম জেলাকেও যক্ষ্মা রোগ মুক্ত করার কাজ চলছে। সকলে মিলে কাজ করলে পশ্চিম জেলাকে টিবি রোগ মুক্ত করা যাবে বলে সভাধিপতি আশা প্রকাশ করেন।

পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার সভায় বলেন, একটি পরিবারের কারোর যদি যক্ষ্মারোগ হয় একে সারিয়ে তোলা আমাদের সকলের সামাজিক কর্তব্য। সুতরাং টিবি রোগীদের অবহেলা নয়, তাদের বন্ধু হয়ে তাদের এই রোগমুক্ত করতে হবে। পোলিওর মতো টিবি রোগও আমরা আমাদের দেশ থেকে নির্মূল করতে চাই। এজন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন।

ত্রিপুরার শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করার লক্ষ্যে এক চক্র সক্রিয়ভাবে চক্রান্ত চালাচ্ছে: মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: ত্রিপুরার শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করার লক্ষ্যে এক চক্র সক্রিয়ভাবে চক্রান্ত চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তুললেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা। বুধবার রাতে মাইগঙ্গা বাজার ব্যবসায়ীদের সাথে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় তিনি বলেন, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার এই ধরনের অপচেষ্টা কখনোই সফল হতে দেওয়া হবে না।

প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে মাইগঙ্গা বাজারের একটি রেশন দোকানে রাতের আঁধারে দুষ্কৃতিকারীরা আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। তবে সৌভাগ্যক্রমে, হরিনাম কীর্তন শেষে বাড়ি ফেরার পথে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা আগুন দেখতে পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতিকারীরা। ফলে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পায় পুরো বাজার।ঘটনার খবর পেয়ে রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সরেজমিনে মাইগঙ্গা বাজারে পৌঁছে ঘটনার খোঁজখবর নেন এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বাজারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তিনি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পরামর্শ প্রদান করেন।মন্ত্রী বলেন, "এই বাজারের উপর নির্ভর করে আশপাশের গ্রামীণ মানুষের জীবিকা চলে। তাদের আয়ের স্থলে কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা সৃষ্টি করে, তবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

তিনি আরও জানান, বর্তমান বিজেপি সরকার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এসব উন্নয়নমূলক উদ্যোগে যারা বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে, তাদের বিরুদ্ধেও আইন অনুযায়ী কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ত্রিপুরা প্রদেশের ভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহা সংঘের পুনর্গঠিত কমিটি ভিত্তিহীন, দাবি ভারতীয় মজদুর সংঘ , ত্রিপুরা প্রদেশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ আগস্ট: ত্রিপুরা প্রদেশের ভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহা সংঘ এর পুনর্গঠিত কমিটির নাম সম্প্রতি ঘোষণা হলেও সেটিকে সম্পূর্ণভাবে অবৈধ ও ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে ভারতীয় মজদুর সংঘ , ত্রিপুরা প্রদেশ। সম্প্রতি ঘোষিত কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হন বিপ্লব দাস। সহ-সভাপতি পদে বিপ্লব মজুমদার, রাম সিং ও ইউসুফ মিয়া, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অশিম দত্ত, সংগঠন সম্পাদক রাজু কুমার বানিক, কোষাধ্যক্ষ গৌতম সেন এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ হিসেবে রাহুল দে ও নীলকান্ত চন্দা মনোনীত হয়েছেন।

কিন্তু প্রদেশ বিএমএস নেতৃত্বের তরফে জানানো হয়েছে, এই কমিটি কার্যকর নয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার দে স্বাক্ষরিত এক গুরুত্বপূর্ণ মেমোরান্ডামে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ১) ত্রিপুরা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসভা এর কোনো ধরনের পুরনো বা এডহক কমিটি কার্যকর নয়। ২) ভবিষ্যতে নতুন কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত কোনো সভা, পদাধিকারী বা সাংগঠনিক কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। ৩) প্রদেশ বিএমএস নেতৃত্ব ও নির্বাচিত ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমেই সব কার্যক্রম পরিচালিত হবে।৪) ১৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সকল নথি সদস্যপঞ্জি, ব্যাংক পাসবুক, নিরীক্ষা রিপোর্ট, ক্যাশ বুক ইত্যাদি প্রদেশ অফিসে জমা দিতে হবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে।

তপন কুমার দে এক বিবৃতিতে বলেন, "সংগঠনের ঐক্য ও স্বচ্ছতা রক্ষার স্বার্থে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নতুন কমিটি ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত কারো কোনো পদ কার্যকর থাকবে না।"এই বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে অখিল ভারতীয় মজদুর সংঘ ও ভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসভার সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কাছে।ভারতীয় মজদুর সংঘ আশা করছে, এই নির্দেশ কার্যকর হলে ত্রিপুরার পরিবহন ক্ষেত্রের ইউনিয়ন কার্যক্রমে নতুন করে শৃঙ্খলা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

সরকারি জমিতে গড়ে উঠা গাঁজা নার্সারিতে লেফুঙ্গা থানার অভিযানে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯আগস্ট: লোকালয় থেকে প্রায় কয়েক কিলোমিটার গভীর জঙ্গলে সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা গাঁজা নার্সারিতে অভিযান চালায় লেফুঙ্গা থানার পুলিশ। প্রায় ২ কিমি রাস্তা পায়ে হেঁটে রাতের মেলায় এই অভিযান করা হয়। ধ্বংস করা হয় প্রায় ৫.হাজার ৩০০ গাঁজা চারা।

লেফুঙ্গা থানাধীন দীঘালিয়া এলাকায় খাস জমি বা সরকারি জমিতে এই অভিযান চালায় পুলিশ।অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাস সহ বিশাল পুলিশ ও টি এস আর বাহিনীর জওয়ানরা। এই অভিযানের বিষয় টের পেয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় গাঁজা চাষীরা।ওসি সহদেব দাস জানান প্রায় এক মাস যাবত চলছে এই অভিযান এবং আগামী দিনেও জারি থাকবে নেশা বিরোধী অভিযান।পাশাপাশি এই অভিযান নিয়ে বিস্তারিত জানান তিনি।

১২দফা দাবির সমর্থনে আমবাসা ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে গণ অবস্থান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৯ আগস্ট: ১২ দফা দাবির সমর্থনে বৃহস্পতিবার আমবাসা ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে গণ অবস্থান সংঘটিত করা হয়। আজ আমবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের কুলাইয়ে আমবাসা ব্লকের উদ্যোগে ১২ দফা দাবির সমর্থনে গণ অবস্থান করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা , প্রাক্তন মন্ত্রী দিবা চন্দ্র রাংখল, জেলা কংগ্রেস সভাপতি নিধু মারাক, মানিক দেব, মানিক ভট্টাচার্য্য, প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ।

আজ আমবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের কুলাইয়ে ৪ পরিবারের ২১ জন ভোটার মথা এবং বিজেপি দল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা, সহ অন্যান্য নেতৃত্বগণ।

কাজের সন্ধান

আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৭৫০ অফিসার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক হিসেবে সুপরিচিত পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কে লোকাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ দেশের অন্যান্য শহরে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে লোকাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে ৭৫০ জন নিয়োগ হচ্ছে পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক 'পাঞ্জাব এন্ড সিন্ধ ব্যাঙ্কে' চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০৪-০৯-২০২৫-এর হিসেবে ২০ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/ এসটিদের জন্য ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে সংরক্ষণ থাকবে। দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলন-বিকলাঙ্গ প্রার্থীরা সহ সকল প্রতিবন্ধীরা (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। যেমন, মোট ৭৫০টি শূন্যপদের মধ্যে ৩২২টি পদ রয়েছে অসংরক্ষিত হিসেবে। এছাড়া, ১০৮টি এসসি, ৫১টি এসটি, ১৯৭টি ওবিসি এবং ৭২টি পদ ইডব্লিওএস অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক.... ইত্যাদি পাশ হতে হবে। তবে, আবেদনের আগে বিজ্ঞপ্তির পুরোটা দেখে নেবেন। ব্যাঙ্ক, পিএসইউ, কর্পোরেট সেক্টর, নন্ ব্যাঙ্কিং ফিন্যান্স কোম্পানি ইত্যাদি যে-কোনও সেক্টরে নির্দিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক বছর ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন।

রাজ্যওয়ারি শূন্যপদগুলি হলো — ক্রমিক নং ০১ ঃ অন্ধ্রপ্রদেশ ঃ শূন্যপদ ৮০টি। এর মধ্যে এসসি - ১২, এসটি -৬, ওবিসি - ২১, ইডব্লিওএস - ৮টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৩টি অসংরক্ষিত। ক্রমিকনং ০২ ঃ ছত্তিশগড় ঃ শূন্যপদ ৪০টি। এর মধ্যে এসসি -৬, এসটি - ৩, ওবিসি - ১০, ইডব্লিওএস - ৪টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৭টি অসংরক্ষিত। ক্রমিকনং ০৩ ঃ গুজরাট ঃ শূন্যপদ ১০০টি। এর মধ্যে এসসি - ১৫, এসটি - ৭, ওবিসি - ২৭, ইডব্লিওএস - ১০টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ৪১টি অসংরক্ষিত। ক্রমিকনং ০৪ ঃ হিমাচল প্রদেশ ঃ শূন্যপদ ৩০টি। এর মধ্যে এসসি - ৪, এসটি - ২, ওবিসি - ৮, ইডব্লিওএস - ৩টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৩টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ০৫ ঃ কাশ্মীর ঃ শূন্যপদ ৩০টি। এর মধ্যে এসসি -৫, এসটি - ২, ওবিসি - ৯, ইডব্লিওএস - ৩টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৬টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ০৬ ঃ কর্ণাটক ঃ শূন্যপদ ৬৫টি। এর মধ্যে এসসি - ৯, এসটি - ৪, ওবিসি - ১৭, ইডব্লিওএস - ৬টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৯টি অসংরক্ষিত। ক্রমিকনং ০৭ ঃ মহারাষ্ট্র ঃ শূন্যপদ ১০০টি। এর মধ্যে এসসি -১৫, এসটি -৭, ওবিসি - ২৭, ইডব্লিওএস - ১০টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ৪১টি অসংরক্ষিত। ক্রমিকনং ০৮ ঃ ওড়িশা ঃ শূন্যপদ ৮৫টি। এর মধ্যে এসসি - ১২, এসটি - ৬, ওবিসি - ২২, ইডব্লিওএস - ৮টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৭টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ০৯ ঃ পাঞ্জাব ঃ শূন্যপদ ৬০টি। এর মধ্যে এসসি - ৯, এসটি - ৪, ওবিসি - ১৬, ইডব্লিওএস - ৬টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ২৫টি অসংরক্ষিত। ক্রমিকনং ১০ ঃ তামিলনাড়ু ঃ শূন্যপদ ৮৫টি। এর মধ্যে এসসি - ১২, এসটি - ৬, ওবিসি - ২২, ইডব্লিওএস - ৮টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৭টি অসংরক্ষিত। ক্রমিকনং ১১ ঃ তেলেঙ্গানা ঃ শূন্যপদ ৫০টি। এর মধ্যে এসসি - ৭, এসটি - ৩, ওবিসি - ১৩, ইডব্লিওএস - ৫টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ২২টি অসংরক্ষিত। ক্রমিক নং ১২ ঃ আসাম ঃ শূন্যপদ ৩০টি। এর মধ্যে এসসি - ৪, এসটি - ২, ওবিসি - ৮, ইডব্লিওএস - ৩টি সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৩টি অসংরক্ষিত। ব্যাঙ্কের উচ্চপদে নিয়োগের জন্য প্রার্থীরা নিজেদের প্রয়োজনে বিজ্ঞপ্তিটি দেখে নিতে পারেন।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইম্প্রেশন, হাতে লেখা ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইনে ফি পেমেন্ট করতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমার পরিবর্তে নেট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্তে রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, যত্ন করে রাখবেন। ফি পেমেন্ট রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কল লেটার প্রিন্ট আউটের সঙ্গে পেমেন্ট রিসিপ্ট কপি, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমাণ (ভোটার আই কার্ড/ প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা একজামিনেশন হল টিকিট ...) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার পর কম্পিউটারে এর একটি বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্‌ অ্যাপ নম্বরে।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। একটিই মূল পরীক্ষা। ১২০টি মালটিপিল চয়েস প্রশ্নের, ১২০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ২ ঘন্টা। নম্বরের বিন্যাস, সময় সূচি, বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টি ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে বহিঃরাজ্যে, পরীক্ষা দিতে পারেন আগরতলা কেন্দ্রে। অনলাইনে পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৮-১০ আগে থেকে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ইন্ডিয়ান নেভিতে **শর্ট সার্ভিস কমিশন অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৬০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক.... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ইন্ডিয়ান নেভিতে **কনস্টেবল, ট্রেডসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে **ফুড সেফটি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে। শূন্যপদ ঃ ১৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ফুড টেকনোলজি, ডেয়ারি টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, এগ্রিকালচারাল সায়েন্স, ভেটেরিনারি সায়েন্স, মাইক্রোবায়োলজি, মেডিসিন ... ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, আরও বিস্তারিত এঁদের বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখে নিতে হবে। বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৭৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ দেশের অন্যান্য শহরে।

* আই.ও.সি.এল-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৭৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা বা যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এল.আই.সি-তে **অ্যাসিস্ট্যান্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৩ অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ দেশের অন্যান্য শহরে। * রেল মন্ত্রকের অধীনে **নার্সিং স্টাফ, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৩৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, ডি.ফার্মা, বিএসসি ... ইত্যাদি প্যারামেডিক্যাল ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,৪১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **আর্টিসান, ট্রেডসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * আই. বি. দপ্তরে **জুনিয়র ইন্টেলিজেন্স অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিসিএ, বিএসসি সমতূল্য পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ দেশের অন্যান্য শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ফোর্সে **অগ্নিবীর বায়ু** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য), শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর, র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র শিলং/ গুয়াহাটি সহ সারা দেশে বড় শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **শর্ট সার্ভিস কমিশন অফিসার (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ২৬০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **কনস্টেবল, ট্রেডসম্যান (নেভি),**
শূন্যপদ ঃ ১৩১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষা, স্কিল টেস্ট, ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ফুড সেফটি অফিসার (ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ১৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ফুড টেকনোলজি, ডেয়ারি টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, এগ্রিকালচারাল সায়েন্স, ভেটেরিনারি সায়েন্স, মাইক্রোবায়োলজি, মেডিসিন ... ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, আরও বিস্তারিত এঁদের বিজ্ঞপ্তি থেকে দেখে নিতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ দেশের অন্যান্য শহরে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (আই.ও.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ৪৭৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা বা যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (এল.আই.সি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা ৩ অক্টোবরে, কেন্দ্র আগরতলা সহ দেশের অন্যান্য শহরে।

* পদের নাম ঃ **নার্সিং স্টাফ, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৩৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, ডি.ফার্মা, বিএসসি ... ইত্যাদি প্যারামেডিক্যাল ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২,৪১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **আর্টিসান, ট্রেডসম্যান (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩১১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র ইন্টেলিজেন্স অফিসার (আই.বি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৯৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, বিসিএ, বিএসসি সমতূল্য পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ দেশের অন্যান্য শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর বায়ু (এয়ার ফোর্স),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি (সম্ভাব্য),
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর,
র‍্যালী, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র শিলং/ গুয়াহাটি সহ সারা দেশে বড় শহরে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে গ্র্যাজুয়েটদের থেকে ভারতীয় জীবন বীমায় ৩৫০ চাকরি

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। এল.আই.সি বা জীবন বীমা নিগমে অ্যাসিস্ট্যান্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ৩ অক্টোবর, কেন্দ্র আগরতলা। বিস্তারিত খবর হলো, — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে অ্যাসিস্ট্যান্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদে ৩৫০ জন নিয়োগ হচ্ছে এল.আই.সি বা জীবন বীমা নিগমে। তবে এর আগে প্রার্থীদের অবশ্যই এলআইসি'র ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে নাম সহ বিস্তারিত বায়োডেটা রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে। যথাসময়ে আবার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এডমিট কার্ডও বের করে নিতে হবে। অনলাইনে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় মূল প্রমানপত্রের সাথে এডমিট কার্ডও নিয়ে যাবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউটের কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে। অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর।

এল আই সি বা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশনে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৮-২০২৫-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। যেমন, এসসি/এসটিদের জন্য ৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ১০ বছরের জন্য ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৩৫০টি'র মধ্যে বর্তমান বছরের হিসেবে ৩৪১টি পদের মধ্যে এসসি'র জন্য ৫১টি, এসটি'র জন্য ২২টি, ওবিসি'র জন্য ৮৮টি এবং ইডব্লিওএস-দের জন্য ৩৮টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৪২টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১৪টি পদ। পাশাপাশি ব্যাকেলগ হিসেবে ৯টি পদের মধ্যে এসটি'র জন্য ৬টি, ওবিসি'র জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৬টি পদ। এছাড়া, শূন্যপদের বিশদ বিভাজন সহ এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার পদ অর্থাৎ জেনারেলিস্ট পদের ক্ষেত্রে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হলেই আবেদন করা যাবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কম্পিউটার সায়েন্স অথবা আই টি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশদেরও আবেদন করার সুযোগ রয়েছে।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এলআইসি'র নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে লগ অন করে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ, অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইম্প্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার, থাম্ব ইম্প্রেশন, ডিক্লারেশন স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্‌এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের, এমসিকিউ প্যাটার্ণের প্রশ্ন। দু'টো পরীক্ষা, প্রথমটা প্রিলিমিনারি, ১০০টি প্রশ্নের, ১০০ নম্বরের, সময় ১ ঘন্টা। সফল হলে মূল পরীক্ষা ১২০টি প্রশ্নের, ৩০০ নম্বরের, সময় ২ ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। প্রতি ৪টে ভুলের জন্য ১ নম্বর করে কাটা যাবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য চাকরি হতে পারে আগরতলায়, পরীক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে আগরতলায়। অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক প্রিলিমিনারিপরীক্ষার ৩ অক্টোবর। মূল পরীক্ষা ৮ নভেম্বর। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১০ দিন আগে, অর্থাৎ এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না।

পরীক্ষা ছাড়াই রেলে চাকরির লক্ষ্যে ২,৪১৮ জন এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২,০০০টি হলেও সেন্ট্রাল রেলওয়ে বা মধ্য রেলের জন্য ২,৪১৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, অধিক নম্বর এবং আইটিআই পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর জন্য পরে ডাকা হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা সেন্ট্রাল রেলওয়ে বা মধ্য রেলের মুম্বাই, ভূশোয়াল, পুনে, নাগপুর, সোলাপুর-এর যে-কোনও একটি ক্লাস্টারের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২,০০০ জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১১-০৯-২০২৫-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -আরআরসি/ সিআর/ এএ/ ২০২৫, তারিখ ১২ আগস্ট, ২০২৫। ক্লাস্টার ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — মুম্বাই ক্লাস্টারে ক্যারেজ এন্ড ওয়াগন ওয়াড়ি বান্দেরে মোট আসন ২৫৮টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৩১টি, ওবিসি'র জন্য ৬৯টি, এসসি'র জন্য ৩৯টি, এসটি'র জন্য ১৯টি আসন সংরক্ষিত। ৯টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং ৭টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। কল্যাণ ডিজেল শেডে মোট আসন ৫০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৬টি, ওবিসি'র জন্য ১৩টি, এসসি'র জন্য ৮টি, এসটি'র জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। ১টি করে আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। কুরলা ডিজেল শেডে মোট আসন ৬০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩১টি, ওবিসি'র জন্য ১৬টি, এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৪টি আসন সংরক্ষিত। ২টি করে আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। কল্যাণ ট্রেনিং স্লটে মোট আসন ১২৪টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৬০টি, ওবিসি'র জন্য ৩৩টি, এসসি'র জন্য ২০টি, এসটি'র জন্য ১১টি আসন সংরক্ষিত। ৬টি করে আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। কুরলা ট্রেনিং স্লটে মোট আসন ১৮০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৮৯টি, ওবিসি'র জন্য ৪৯টি, এসসি'র জন্য ২৯টি, এসটি'র জন্য ১৩টি আসন সংরক্ষিত। ৬টি আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ৬টি এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। পারেল ওয়ার্কশপে মোট আসন ৩০৩টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৬৩টি, ওবিসি'র জন্য ৭২টি, এসসি'র জন্য ৪৫টি, এসটি'র জন্য ২৩টি আসন সংরক্ষিত। ৮টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ১০টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। মাতুঙ্গা ওয়ার্কশপে মোট আসন ৫৪৭টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৭৪টি, ওবিসি'র জন্য ১৪৯টি, এসসি'র জন্য ৮২টি, এসটি'র জন্য ৪২টি আসন সংরক্ষিত। ২০টি আসন শারীরিক প্রতিবন্ধী ও ১৭টি আসন এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। বাইকুল্লা ওয়ার্কশপে মোট আসন ৬০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৩১টি, ওবিসি'র জন্য ১৭টি, এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। ১টি করে আসন রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য। অন্যন্য ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে। প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

শুক্রবার নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্পিকার ওম বিড়লা।

নিউ হাফলং স্টেশনেও বাণিজ্যিক স্টপেজ আগরতলা-আনন্দ বিহার -আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেসের, অনুমোদন উপূসী রেলের

মালিগাঁও, ২৯ আগস্ট : যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করার জন্য, রেল মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে বিভিন্ন এক্সপ্রেস এবং যাত্রীবাহী ট্রেনের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত (উপূসী) রেলওয়ের অধীনে ৩৭টি স্টপেজ অনুমোদন দিয়েছে। ডিমা হাসাও জেলায় আগরতলা-আনন্দ বিহার -আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেসকে নিউ হাফলং স্টেশনে এবং বঙিয়া-শিলচর-বঙিয়া এক্সপ্রেসকে নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, কোকরাঝাড় স্টেশনে এখন ডিব্রুগড় --- লালগড় --- ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস এবং সেনচোয়া জংশনে তাম্বারাম --- শিলঘাট টাউন --- তাম্বারাম এক্সপ্রেস ও আলিপুরদুয়ার --- শিলঘাট টাউন --- আলিপুরদুয়ার এক্সপ্রেসের স্টপেজ থাকবে। অসমের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে গোয়ালপাড়া টাউন স্টেশন, যেখানে এখন কলকাতা --- শিলঘাট টাউন --- কলকাতা এক্সপ্রেস ও রাঁচি --- কামাখ্যা --- রাঁচি এক্সপ্রেসের মতো ট্রেনগুলির স্টপেজ থাকবে এবং সরভোগ স্টেশনে দিল্লি --- কামাখ্যা --- দিল্লি এক্সপ্রেস ও তাম্বারাম --- নিউ তিনসুকিয়া --- তাম্বারাম এক্সপ্রেসের স্টপেজের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বাসুগাঁও স্টেশনকে শিয়ালদহ-সাব্রুম-শিয়ালদহ এক্সপ্রেসের জন্যও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে আলিপুরদুয়ার-শিলঘাট টাউন-আলিপুরদুয়ার এক্সপ্রেসের জন্য আগমনি স্টেশন অনুমোদন পেয়েছে, অন্যদিকে বরাক উপত্যকা অঞ্চলে, আগরতলা-শিলচর-আগরতলা এক্সপ্রেসের জন্য কায়স্থগ্রাম এবং গুয়াহাটি-শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের জন্য কাটাখাল জংশনে স্টপেজ অনুমোদিত হয়েছে। অসম ছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কয়েকটি স্টেশনের জন্য স্টপেজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আজমনগর রোডে শিয়ালদহ-আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-সাব্রুম-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস এবং শিয়ালদহ-শিলচর-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস সহ ট্রেনগুলির স্টপেজ নিশ্চিত করা হয়েছে। একইভাবে, কুমেদপুর, সুধানী, তৈয়বপুর এবং তেলতার মতো স্টেশনগুলিকে কাটিহার-শিলিগুড়ি টাউন-কাটিহার এক্সপ্রেস এবং অন্যান্য দূরপাল্লার পরিষেবা প্রদানকারী ট্রেনের জন্য স্টপেজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ওল্ড মালদা এবং রৌতারাকেও ডেমু এবং এক্সপ্রেস পরিষেবার জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা স্থানীয় এবং আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধি করবে।

দাদুর পাশবিক লালসার শিকার শিশুকন্যা, মধুপুরে নির্য্যাতিতার বাড়িতে যায় শিশু অধিকার সুরক্ষা পর্ষদের টিম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: দাদুর পাশবিক লালসার শিকার হয়েছে শিশুকন্যা। শুক্রবার মধুপুর সাহাপাড়া এলাকার নির্য্যাতিতা নাবালিকা শিশুকন্যার বাড়িতে যান ত্রিপুরা রাজ্যের শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন জয়ন্তী দেববর্মার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলে চেয়ারপার্সন ছাড়াও ছিলেন সদস্যা চামিলি সাহা, ঝুমা বিশ্বাস এবং মৈত্রী দেব দত্ত।
ঐদিন সেই প্রতিনিধি দলটি প্রথমে মধুপুর থানায় এসে সমস্ত ঘটনা পুলিশের কাছ থেকে জেনে নিয়ে পরবর্তী সময়ে ছুটে আসেন সেই নাবালিকা শিশুকন্যার বাড়িতে। পরে তিনি সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে বিস্তারিত ঘটনা তুলে ধরতে গিয়ে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান এবং অভিযুক্তের কঠোর শাস্তি দাবি রাখেন।
যদিও পাড়া-প্রতিবেশীরাও কঠোর শাস্তির দাবি রাখছে। উল্লেখ্য গত বুধবার দুপুর নাগাদ মধুপুর সাহাপাড়া এলাকার ৬০ বছরের বৃদ্ধ সরকারি কর্মচারী চণ্ডীচরণ সরকার তার পাশের বাড়ির এক ছোট্ট নাবালিকা ৬ বছরের শিশু কন্যাকে তার বাড়ি থেকে ডেকে এনে নিজ ঘরে টিভি দেখার উদ্দেশ্য করে বলাৎকারের চেষ্টা করে এবং তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। একটা সময় সেই নাবালিকা শিশুটির চিৎকারে তার মা এগিয়ে আসলে দরজা খুলে সমস্ত ঘটনা নিজের চোখে দেখতে পাই। পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত চণ্ডীচরণ সরকার সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

একদিনের এডিসি অধিবেশনে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর পর্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট : একদিনের যে স্বশাসিত জেলা পরিষদের অধিবেশন আজ খুমু লুং পরিষদীয় ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে অধিবেশনের কাজ শুরু করেন চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা। অধিবেশনে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পর্বে অংশ নেন সদস্য সঞ্জীব রিয়ান গণেশ দেববর্মা, উমা শঙ্কর দেববর্মার আনিত প্রশ্নের জবাব দেন এডিসির স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্বাহী সদস্য কমল কলই শ্রী কলই বলেন ২০২১ সালের মে মাস থেকে ২০২৫ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত এডিসি প্রশাসনে মোট ৩১৯ জন বেকার যুবক-যুবতীর চাকরি প্রদান করা হয়েছে। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে নিয়ম-কানুন মেনে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। সেই কলুই বলেন খেরংবার হাসপাতালটির নতুন বিল্ডিং অক্টোবর ২০২৫ এর মধ্যে উদ্বোধন করে কাজ চালু করা হবে। পরে অনির্দিষ্টকালের জন্য অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা।

নপুণ ভারত মিশনের চতুর্থ বার্ষিকী এবং নিপুণ ত্রিপুরা মিশনের তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ আগস্ট: নিপুণ ভারত মিশনের চতুর্থ বার্ষিকী এবং নিপুণ ত্রিপুরা মিশনের তৃতীয় বার্ষিকী উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার পি এম শ্রী অরুন্ধতীনগর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের তরফ থেকে এক শোভাযাত্রা বের করা হয়।
নিপুণ ত্রিপুরা মিশনের তৃতীয় বার্ষিকী উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আজ পি এম শ্রী অরুন্ধতীনগর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের তরফ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সংগঠিত করা হয়। পি এম শ্রী অরুন্ধতীনগর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে শোভাযাত্রার শুরু হয়। শোভাযাত্রাটি বিভিন্ন পথ ঘুরে ড্রপ গেট এলাকায় এসে একটি সংক্ষিপ্ত সভায় মিলিত হয়।

উন্নয়ন কর্মকান্ডের দরুন গ্রামীণ এলাকার চিত্র ক্রমেই পাল্টাচ্ছে: শিল্প ও বাণিজ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: উন্নয়ন কর্মকান্ডের দরুন গ্রামীণ এলাকার চিত্র ক্রমেই পাল্টাচ্ছে। গ্রামের বিভিন্ন বিদ্যালয়েও মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার ১০০ শতাংশ হচ্ছে, যা একসময় ভাবাই যেতো না। আজ হেজামারা ব্লকের শানখলা বাজারে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার শানখলা শাখার উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা একথা বলেন। তিনি বলেন, ব্যাঙ্কের এই শাখাটি খোলার মধ্য দিয়ে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলো। তিনি ব্যাঙ্কের এই শাখাটির পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য এলাকাবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ফলে বিভিন্ন অংশের মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ইত্যাদির ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন বাজারে মার্কেট স্টল খোলা হয়েছে।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এস.বি.আই-এর রিজিওনাল ম্যানেজার তমাল কিশোর দেববর্মা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন এস.বি.আই-এর শানখলা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার প্রশান্ত দেববর্মা। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এডিসির কার্যনির্বাহী সদস্য (শিক্ষা) রবীন্দ্র দেববর্মা, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, হেজামারা সাব জোনালের চেয়ারম্যান পরিতোষ দেববর্মা, এস.বি.আই-এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অজিত কুমার পোদ্দার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ ৭ জন সুবিধাভোগীর হাতে কৃষি ঋণের অনুমোদনপত্র তুলে দেন।

লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সংস্কৃতির বিভিন্ন পাঠক্রমের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে হবে: উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: নলছড় কমিউনিটি হলঘরে আজ নলছড় উচ্চবিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং জেলা শিক্ষা কার্যালয় ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক কলা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী কিশোর বর্মন কলা উৎসবের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, শিল্প ও কলা হলো আত্মার ভাষা এবং শিক্ষা হলো একটি জীবনের আলো। তিনি বলেন, আমাদের ভারতবর্ষে শিল্প ও কলার মাহাত্ম অসীম এবং অমূল্য। ভারতবর্ষ যদি সংস্কৃতির মহাসাগর হয়ে থাকে, তাহলে শিল্পকলা হলো তার মূল তরঙ্গ। উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি কলা অর্থাৎ সংস্কৃতির বিভিন্ন পাঠক্রমে নিজেকে যুক্ত করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন, আজকের ছাত্রছাত্রীরাই আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। কাজেই শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতি, খেলাধুলা ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদের বিকাশ ঘটানো একান্তই প্রয়োজন। তবেই আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের কনভেনার তথা নলছড় উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত কুমার দেবনাথ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক কণিকা দেববর্মা। অনুষ্ঠানে এছাড়াও অতিথি হিসেবে নলছড় ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস, নলছড় ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা স্থায়ী কমিটির প্রেসিডেন্ট আলপনা দাস, সমিতির ভাইস চেয়ারপার্সন রীণা দেবনাথ এবং সমাজসেবী লোকজিৎ দেবনাথ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য, সংগীত সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের পুরস্কৃত করা হয়।

কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভার বিকাশ ঘটবে: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে উদয়পুরের রাজর্ষি হলে আজ থেকে দু"দিনব্যাপী গোমতী জেলাভিত্তিক কলা উৎসব শুরু হয়েছে। উৎসবের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের শিক্ষা পরিকাঠামোকে মজবুত করার জন্য শিক্ষানীতি ২০২০ চালু করা হয়েছে। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত শিক্ষার আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন কলা উৎসবের মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুপ্ত সৃজনশীল প্রতিভাগুলিকে বিকশিত করার অন্যতম মঞ্চ হল কলা উৎসব। তিনি জেলাভিত্তিক কর্মসূচির সফলতা কামনা করেন।
অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, গোমতী জেলার জেলাশাসক রিংকু লাথের প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, সমাজসেবী সবিতা নাগ প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলা শিক্ষা আধিকারিক কল্যাণ ভদ্র। সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার। দু"দিনব্যাপী কলা উৎসবে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ৪১১ জন ছাত্রছাত্রী নৃত্য, সংগীত, নাটক, চিত্র ও ভাস্কর্য ইত্যাদি ১২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী রাজ্যভিত্তিক কলা উৎসবে অংশগ্রহণ করবে।

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে নিউরোলজি বিভাগের সাফল্য হাঁটার অসুবিধা ও ভারসাম্যহীনতা থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হলেন রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: দক্ষিণ জেলার সাব্রুম মহকুমার বিজয়নগর থেকে আসা একজন রোগী এজিএমসি জিবিপি হাসপাতালে গত ১৮ আগস্ট, ২০২৫ ভর্তি হয়েছিলেন হাঁটার অসুবিধা এবং ভারসাম্যহীনতার সমস্যা নিয়ে।
লোয়ার লিম্বের এনসিভি টেস্টে দেখা যায় যে রোগীর নার্ভে ডিমাইলিনেশন হয়েছে, যা একটি জটিল নার্ভের সমস্যা। এই অবস্থায় এজিএমসি জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজিস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ আবীর লাল নাথ এবং নিউরোলজিস্ট ডাঃ অর্পণ মিত্র রোগী ও তার পরিবারকে বোঝান যে, জরুরি ভিত্তিতে আইভিআইজি থেরাপি দিতে হবে।
ডাঃ নাথ প্রস্তাব দেন মোট ২০ বোতল আইভিআইজি প্রয়োগ করতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে রোগী পাঁচ দিন ধারাবাহিকভাবে ইনজেকশন নিতে সম্মত হন।
যদিও প্রথমে পরিবার কিছুটা চিন্তিত ছিলেন ইনজেকশন নিতে। আইভিআইজি চিকিৎসায় প্রতিদিন রোগীর অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকে। তার ভারসাম্য ঠিক হতে শুরু হয়, হাঁটাচলা স্বাভাবিক হয় এবং তৃতীয় দিনে গেইট ও ব্যালান্স থেরাপি শুরু করা হয়।
ষষ্ঠ দিনে তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে শুরু করেন। রোগী জানান চিকিৎসকের সঠিক চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য কর্মীদের সেবায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে রোগীর জন্য তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে জিবিপি হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। এই সাফল্যের পেছনে ছিলেন ডাঃ অভিজিৎ আচারা, ডাঃ অর্ক প্রভা রায় চৌধুরী, ডাঃ পৌলমী নাগ, ডাঃ শুভ্রজিৎ দাশ ও ডাঃ সুপ্রতিম সাহা সহ নার্সিং অফিসার সেবিকা দত্ত, রোজী চক্রবর্তী, আবুল হোসেন, সুরজিৎ সূত্রধর ও আরনিকা সিনহা।
তারা সবাই মিলিতভাবে রোগীর সুস্থতা নিশ্চিত করেছেন। ২৬ আগস্ট তিনি ছাড়া পান।
রোগী ও তার পরিবার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নিয়ে ফিরে যান, এবং তারা চিকিৎসক ও নার্সদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

খেলাধুলা দেহ ও মনকে সুস্থ সতেজ ও সুন্দর রাখে: ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: রাজ্য সরকার রাজ্যের খেলোয়াড়দের সুরক্ষা দেওয়া, আর্থিক সহায়তা দেওয়া এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে। খেলোয়াড়রা যাতে পরিকাঠামোগত বা আর্থিক কারণে পিছিয়ে না যায় সেদিকে রাজ্য সরকারের নজর রয়েছে। ইতিমধ্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে সারা রাজ্যে মোট ১৩টি সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে ১১টি। এছাড়া টেনিস কোর্ট, ভলিবল কোর্ট, ব্যাডমিন্টন খেলার হল ছাড়াও ২০টি ঘাসের মাঠ তৈরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় আজ আগরতলা টাউনহলে রাজ্যভিত্তিক জাতীয় ক্রীড়া দিবস-২০২৫ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন। ভারত সরকার হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে আজকের দিনটিকে জাতীয় ক্রীড়া দিবস হিসেবে পালন করে।
অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, খেলাধুলা দেহ ও মনকে সুস্থ, সতেজ ও সুন্দর রাখে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খেলাধুলায় ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করার জন্য নানা প্রকল্প চালু করেছেন। আমরাও তাঁর পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। গত ৫ থেকে ৬ বছরে রাজ্যে অনেক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। শুধু আগরতলায় নয়, পানিসাগরে একটি আন্তর্জাতিক মানের সুইমিংপুল তৈরী করা হয়েছে। ধর্মনগর ও তেলিয়ামুড়ায় ইন্ডোর হল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া কৈলাসহর ও উদয়পুরে ২টি হলের কাজ চলছে। উদয়পুর ও কৈলাসহরে যুব আবাস তৈরী করা হয়েছে। ক্রীড়া পরিকাঠামোর নাম প্রখ্যাত খেলোয়াড়দের নামে নামঙ্কিত করা হয়েছে। গত ৭ বছরে জাতীয় স্কুল গেমস, খেলো ইন্ডিয়া ও জনজাতি খেলায় রাজ্যের খেলোয়াড়রা মোট ১৬৮টি স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক এনেছে।
তিনি বলেন, খেলাধুলাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের রাজ্যে বহু প্রতিভাবান খেলোয়াড় রয়েছে। আমাদের রাজ্যে যারা প্রখ্যাত খেলোয়াড় রয়েছেন বা যারা পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের খেলোয়াড়দের তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যের মেয়েরা খেলাধুলায় আজ অনেক এগিয়ে রয়েছে। রাজ্য সরকার খেলোয়াড়দের জন্য বীমা-র সংস্থান রেখেছে। এই দিবস উপলক্ষ্যে আজ সকালে উনকোটি, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ও নীরমহলে যোগাসনের আয়োজন করা হয়। আমরা চাই সকলের প্রচেষ্টায় বিকশিত ভারত ও ইয়ং ইন্ডিয়া গড়ে তুলতে।
বিশেষ অতিথি সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, যারা খেলাধুলার সাথে জড়িত রয়েছেন আজ তাদের কাছে গর্বের দিন। তিনি উপস্থিত খেলোয়াড়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, খেলাধুলায় পারফরম্যান্স ভাল করার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে।
কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা খেলাধুলার বিষয়ে আন্তরিক রয়েছেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। স্বাগত বক্তব্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদকে এক কিংবদন্তী খেলোয়াড় বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে আরও ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ৪০ কোটি টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ। অনুষ্ঠানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬৮তম জাতীয় স্কুল গেমস, খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস এবং জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক বিজয়ী বালক ও বালিকাদের সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকার চেক ও সর্বনিম্ন ২৫ হাজার টাকার চেক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। ক্রীড়ামন্ত্রী সহ অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে ক্রীড়ামন্ত্রী সহ অতিথিগণ হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী সকলকে "ফিট ইন্ডিয়া"-র বিষয়ে শপথবাক্য পাঠ করান। সভাপতিত্ব করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল ডার্লং।

জনসুরক্ষা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হরিজয় চৌধুরী জি.পি. পশ্চিম ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার টিজিবি মোহনপুর (জিরানিয়া) শাখার উদ্যোগে হরিজয় চৌধুরী গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি জনসুরক্ষা ক্যাম্প সফলভাবে আয়োজিত হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ শ্রী দিগন্ত কুমার দাস (ডিজিএম, নাবার্ড), শ্রী সত্যেন্দ্র সিং (চেয়ারম্যান, টিজিবি), শ্রী সমর কান্তি দাস (প্রধান) এবং বিভিন্ন সরকারি দফতরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। ক্যাম্পে অতিথিরা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির সুবিধা ও প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করেন। বিশেষভাবে আলোচনা করা হয় প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা , প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা , অটল পেনশন যোজনা এবং প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা সম্পর্কে। এছাড়াও, ব্যাংক একাউন্টের রি—কেওয়াইসি -এর গুরুত্ব নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ মুহূর্ত ছিল যখন পিএমজেজেবিওয়াই-এর উপভোক্তার নমিনি কৃষ্ণ ধন শর্মাকে ২,০০,০০০ টাকার চেক বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়।
এই ক্যাম্পে বহু স্থানীয় গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করেন এবং টিজিবি মোহনপুর শাখার বিজনেস করেসপন্ডেন্ট-এর মাধ্যমে তাঁদের প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি সম্পন্ন করেন।
এই কর্মসূচি হলো ডিএফএস-এর উদ্যোগে শুরু হওয়া জনসুরক্ষা ক্যাম্পেইন-এর একটি অংশ, যা সারা দেশে ০১.০৭.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৫ পর্যন্ত চলবে।

উনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসকের দুর্ব্যবহারে ধর্নায় পিতা, প্রশ্নের মুখে স্বাস্থ্য পরিষেবা

কৈলাসহর, ২৯ আগস্ট: আবারও প্রকাশ্যে এলো রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল চিত্র। কৈলাসহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে কর্তব্যরত এক চিকিৎসকের দুর্ব্যবহারের অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন এক অভিভাবক। অসুস্থ কন্যাকে নিয়ে সরাসরি জেলা হাসপাতালের সামনে ধর্নায় বসেন তিনি।

অভিযোগ, শিশুকন্যার জ্বর টানা তিন দিনেও কমেনি। তাই বাবা তাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পৌঁছাতেই, কর্তব্যরত ডাক্তার উল্টে রূঢ় ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। চিকিৎসার পরিবর্তে রোগীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার, অপমান ও চটে যাওয়ার মতো ঘটনায় হতবাক রোগীর পরিবারসহ উপস্থিত অন্যরা।

রাজ্য সরকার যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নতিকরণের চেষ্টা করছে, সেখানে সাধারণ মানুষ এ ধরনের দুর্ব্যবহার ও অবহেলার শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন জনগণ।

স্থানীয়দের মতে, চিকিৎসকদের এহেন আচরণ রোগী ও তাদের পরিবারকে একদিকে যেমন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করছে, তেমনি সরকারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমিয়ে দিচ্ছে।রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর ও সরকারের প্রতি জনগণের প্রশ্ন অসুস্থ রোগীর প্রতি এই রূঢ়তা ও অবহেলা কি বরদাস্তযোগ্য? অবিলম্বে কি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের প্রতি ছাত্র-যুব সংগঠনগুলির শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: খাদ্য আন্দোলনের শহীদ দিলীপ তরুণ অরবিন্দ ও রাজেশ্বর সুমিত্রা দের শ্রদ্ধা জানালেন বাম চারটি ছাত্র যুব সংগঠন। আজ ছাত্র যুব ভবনে শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন , ১৯৬৬ সালে যখন রাজ্যজুড়ে বামেদের উদ্যোগে খাদ্য আন্দোলন শুরু হয়। তখন সরকারের নির্দেশে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন তখনকার ছাত্র আন্দোলনের দিলীপ, তরুণ, অরবিন্দরা। ১৯৯০ সালে দেবদারুতে জোট সরকারের আমলে কংগ্রেসের হয়ে নিহত হয়েছিলেন রাজেশ্বর, সুমিত্রা। আজ তাদের আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই এই শহীদান দিবস পালন করা হয়েছে।

ছাত্র যুব ভবনে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনগুলির বহু নেতা-কর্মী। তারা শহীদ বেদিতে মাল্যদান করে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নবারুণ দেব বলেন, শহীদদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ যায়নি, তাদের সংগ্রামের ভিতর দিয়েই আজকের সমাজ আন্দোলনের ভিত গড়ে উঠেছে। খাদ্যের অধিকার থেকে শুরু করে শিক্ষার অধিকার, কাজের অধিকার প্রতিটি গণতান্ত্রিক দাবির সংগ্রামে এই শহীদদের আত্মত্যাগ তরুণ প্রজন্মকে আজও অনুপ্রাণিত করছে।

তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে দেশের নানান প্রান্তে খাদ্য, কর্মসংস্থান ও শিক্ষার দাবিতে চলমান আন্দোলনের প্রসঙ্গও তোলেন। তারা জানান, আজকের পরিস্থিতিতেও খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের আদর্শকে সামনে রেখে ছাত্র-যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পাপিয়ার বাড়িতে গেলেন বিরোধী দলনেতা ও শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: শুক্রবার সদ্য মৃত ছাত্রী পাপিয়া সরকারের বাড়িতে যান রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। কথা বলেন পাপিয়ার মায়ের সাথে। পাপিয়ার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এদিন বিরোধী দলনেতার সামনে পাপিয়ার মা মেয়ের মৃত্যুতে আইজিএম হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি অভিযোগ করেন, ওনার অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বার বার নার্সদের ডাকাডাকি করছিলেন। কিন্তু রোগী সুস্থ আছে বলে তারা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। নার্সরা তখন মোবাইল টিপছিলেন। তাদের কথায় কর্ণপাতই করেনি। এদিকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে পাপিয়া সরকার।

এদিকে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীকে কাছে পেয়ে পাপিয়ার পরিবার থেকে শুরু করে এলাকাবাসী দাবি জানান তারা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছেন হাসপাতালে পাপিয়াকে নিয়ে যাওয়ার পর দুপুর বারোটা থেকে ফেলে রাখা হয়েছিল। বহুবার ডাক্তারকে ডাকা হয়। অথচ ডাক্তার আসেননি। ইন্টার্নশিপ করা চিকিৎসক পড়ুয়ারা এসে রোগী দেখেন। তারা বলেন রোগী ভালো আছে। কিছুক্ষণ পরে বলেন রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। সে অনুযায়ী রক্ত নিয়ে দীর্ঘক্ষণ পাপিয়াকে ফেলে রেখে মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন হাসপাতালে নার্সরা। পাপিয়ার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে বহু ডাকাডাকির পর কেউ আসে নি তাকে দেখতে। রক্তের রিপোর্ট আসতে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লাগবে। তারপর চিকিৎসা শুরু হবে বলে জানিয়ে দেয় পাপিয়ার পরিবারকে। এরই মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে পাপিয়া।

এদিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। এধরনের ঘটনা যেন রাজ্যে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে স্বাস্থ্য দপ্তরকে। ঘটনার সঠিক তদন্ত করে ঘটনায় চিকিৎসার গাফিলতি থাকলে অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। এদিন পাপিয়া বাড়িতে যান শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মা। তিনিও পাপিয়ার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

রেল স্টেশন চত্বরে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

কুমারঘাট, ২৯ আগস্ট: ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট রেল স্টেশন চত্বরে শুক্রবার ভোরে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মালবাহী রেলের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিকাশ দেবনাথ (২৭)-এর। মৃত যুবকের বাড়ি কুমারঘাট রেলওয়ে স্টেশনের পাশের সুকান্তনগর ৩ নম্বর ওয়ার্ডে। তাঁর পিতা প্রয়াত দীনেশ দেবনাথ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে হঠাৎ করেই ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন বিকাশ দেবনাথ। ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ ও জিআরপি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ধর্মনগর হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, মৃত যুবক পেশায় শ্রমিক ছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁর বাড়িতে মনসা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে আশপাশের কয়েকটি পরিবারেও পূজার আয়োজন ছিল। হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

গ্রামবাসীরা জানান, পরিশ্রমী ও শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিলেন বিকাশ। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কুলাইয়ে তৃণমূল পর্যায়ে কংগ্রেসে যোগদান

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: আমবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের কুলাই এলাকায় ৪টি পরিবারের মোট ২১ জন ভোটার একযোগে মথা ও বিজেপি দল ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন। এক অনুষ্ঠানে নবাগতদের হাতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বরণ করে নেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক দিবা চন্দ্র রাংখল, জেলা কংগ্রেস সভাপতি নিধু মারাক, কংগ্রেস নেতা মানিক দেব, মানিক ভট্টাচার্য্য, প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা বলেন, আজ মানুষের মধ্যে ক্রমশ বিজেপি এবং মথা দলের প্রতি আস্থাহীনতা বাড়ছে। সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন, কেবল কংগ্রেসই গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার রক্ষার প্রকৃত লড়াই লড়ে চলেছে।

গুজরাট এমএসএমই সেক্টরে ৮৬৪১৮ কোটি বিনিয়োগ, পাঁচ বছরে ৩.৯৮ লাখ চাকরি

আহমেদাবাদ, ২৯ আগস্ট: জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে ৮৬,৪১৮ কোটি টাকার পুঁজি বিনিয়োগ আকর্ষণ করে এবং ৩.৯৮ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে গুজরাট মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস উন্নয়নে অন্যতম অগ্রণী রাজ্য হিসেবে উঠে এসেছে।

রাজ্য সরকার উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে ১.৬৯ লক্ষ আবেদনের অধীনে ৭,৩০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ বিতরণ করেছে। একই সাথে দক্ষতা উন্নয়ন, আর্থিক সহায়তা এবং বিপণন সহায়তার লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে।

কেন্দ্রের "জিরো ডিফেক্ট জিরো এফেক্ট" উদ্যোগের অধীনে গুজরাটে ১.১০ লক্ষেরও বেশি এমএসএমই ইউনিট নিবন্ধিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৬৬,০০০ ইউনিটকে "জিরো ডিফেক্ট জিরো এফেক্ট" শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এটি রাজ্যকে জাতীয় স্তরে এক অগ্রণী অবস্থানে রেখেছে। গত তিন বছরে গুজরাটে প্রায় ১৭.৩৯ লক্ষ নতুন উদ্যোগ নিবন্ধিত হয়েছে, যার মধ্যে ২.৯১ লক্ষ উদ্যোগ মহিলা উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত।

এককভাবে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে রাজ্য ৪২,৭৭৪ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করেছে, যা ১.৬৫ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এছাড়া, সরকার ২১,০০০-এরও বেশি ইউনিটকে ৯৫৮ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের নির্দেশনায় শিল্পমন্ত্রী বলবন্তসিংহ রাজপুত এবং প্রতিমন্ত্রী জগদীশ বিশ্বকর্মা জানান যে গুজরাট নীতিগত সহায়তা, প্রণোদনা এবং ক্লাস্টার-ভিত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে এমএসএমই-এর জন্য একটি শক্তিশালী পরিকাঠামো তৈরি করেছে।

গত আর্থিক বছরে রাজ্য ২৩৮টি সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন করেছে, যা উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী এবং চাকরিপ্রার্থীদের উপকৃত করেছে। বিভিন্ন সেক্টরে ক্লাস্টার উন্নয়নের জন্য গুজরাট ৪.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, এবং বিপণন উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্পের অধীনে ১,৫১১টি ইউনিটকে ২৬.৩৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বিলম্বিত পেমেন্ট বিতর্ক দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আহমেদাবাদ, সুরাট, রাজকোট, ভাবনগর, ভাদোদরা এবং কচ্ছে ছয়টি আঞ্চলিক এমএসই ফেসিলিটেশন কাউন্সিল স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৩ সালে, রাজ্য তার ৩২টি জেলা জুড়ে স্থানীয় শিল্পকে কেন্দ্র করে "ভাইব্র্যান্ট গুজরাট, ভাইব্র্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট" উৎসব উদযাপন করে। এই অনুষ্ঠানে ২.৭০ লক্ষেরও বেশি নাগরিক অংশ নেন এবং ২,৬০০-এরও বেশি ইউনিট সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে থানার দ্বারস্থ মা — মেয়ে, পুলিশের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েও এক যুবক দ্বারা প্রতারিত হয়ে যুবতি এবং তার মা আমতলী মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়েছিলেন কিছুদিন আগে। কিন্তু ন্যায় বিচার পাওয়া তো দূর উল্টে থানার মহিলা পুলিশ দ্বারা হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে মেয়ের মাকে। এমনই অভিযোগ তুলে পশ্চিম থানার দারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতার মা। এখানেও প্রায় ১০ দিন ধরে ঘুরেও ন্যায় বিচার পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই মেয়ের মা জানান, উনার মেয়ের সঙ্গে বাধারঘাটের এক যুবকের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। অভিযুক্ত যুবকের নাম দীপ সুর। দীর্ঘদিন ধরে যুবতীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক থাকার পর দুই পরিবারের সম্মতিক্রমে তাদের বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু তারপরেই অভিযুক্ত দ্বীপ বিয়ে করবে না বলে জানায়। দ্বীপের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে আমতলী মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়েছিলেন মেয়ে এবং মা। কিন্তু সেখানে আমতলী মহিলা থানার ওসি ওই মহিলাকে মানসিকভাবে হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার প্রতিবাদে থানার সামনেই ধর্নায় বসেন ওই মহিলা। তখন আমতলী মহিলা থানার ওসি ওই মহিলাকে টেনে হিচড়ে মারধর করেন বলেও অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা মহিলা।

বর্তমানে বিচারের আশায় ১০ দিন ধরে অভিযোগ নিয়ে পশ্চিম মহিলা থানার দ্বারস্থ হয়েছেন মেয়ে ও তার মা। পুলিশ কোনো সাহায্য করছে না বলে মা-মেয়ের অভিযোগ। তাদের বক্তব্য অভিযুক্ত খোলা আকাশের নিচে ঘুরছে এবং তাদের হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু পুলিশের দাবি অভিযুক্ত নাকি পলাতক। মেয়েটি শেষ পর্যন্ত মহিলা থানার সামনে দাঁড়িয়ে হুমকি দিয়েছে যুবকের শাস্তি না হলে সে প্রকাশ্যে গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে। নির্যাতিতার বাড়ি বাধারঘাট মাতৃপল্লীতে।

অর্থ দপ্তর থেকে ২৩ সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্টকে নিয়োগপত্র দেওয়া হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: আজ সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২৩ জন সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্টের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। অর্থমন্ত্রী বলেন, অর্থ দপ্তরের কাজে আরও গতি নিয়ে আসার লক্ষ্যে এবং তথ্য-প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার জন্যই সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্টদের নিয়োগ করা হয়েছে।

এদিন সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের সততা, নিষ্ঠা ও দায়বদ্ধতা রেখে তাদের দায়িত্ব পালন করার কথাও বলেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। অর্থ দপ্তরের ট্রেজারি ও অ্যাকাউন্টস ডিরেক্টরেটের অধীনে টিপিসিসির মাধ্যমে এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে। নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে এদিন রাজ্য অর্থ দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ও কর্মচারিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, স্বাগত বক্তব্য রাখেন অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ড. আকিঞ্চন সরকার এবং ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে সচিবালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারিরা অংশগ্রহণ করেন।

স্টার্টআপ ও শিল্প খাতে

● প্রথম পাতার পর

পরিশ্রম ও উদ্ভাবনের গল্প। মহাকাশ এখন আর শেষ সীমা নয়, এটি আমাদের পরবর্তী সীমান্ত।"

তিনি আরও উল্লেখ করেন, মহাকাশ বিজ্ঞানের প্রভাব এখন কৃষি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ সহ নানান ক্ষেত্রে পড়ছে যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করছে।

প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী মোদী বর্তমানে জাপানে দু'দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রয়েছেন (২৯-৩০ আগস্ট), জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা-র আমন্ত্রণে। এটি মোদীর জাপান সফরের অষ্টম বার। এর আগে তিনি ২০২৩ সালের মে মাসে জাপান সফর করেছিলেন।

অমানবিক অত্যাচার

● প্রথম পাতার পর

ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রথম স্ত্রী ফারিয়ার আঙুল কেটে দেন। পরে ফারিয়ার তিন মেয়েসেলিনা আক্তার, সাবনোর আক্তার ও খুশি আক্তার প্রশ্ন তোলে কেন তাদের মা-কে এমনভাবে আঘাত করা হলো। তখনই ক্ষিপ্ত হয়ে সৎ মা হাজরা বিবি তাদের গায়ে ঢেলে দেয় ফুটন্ত জল। গুরুতর আহত অবস্থায় মা ও তিন মেয়ে সহ সেলিনা আক্তারের তিন বছরের কন্যা শিশু ফারিয়া আক্তার ভর্তি করা হয়েছে গোমতী জেলা হাসপাতালে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আরকে পুর মহিলা থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তদন্ত। মা-সহ আহত তিন মেয়ের উপর এই অমানবিক নির্যাতনে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

মোদীর নেতৃত্বে খেলোয়ারদের

● প্রথম পাতার পর

অনুপ্রেরণা জোগায়। তিনি উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বর্তমানে নরেন্দ্র মোদীর মত সাধারণ পরিবারের সন্তান প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বলেই সাধারণ মানুষের কল্যান তাঁর কাছে সর্বোচ্চ প্রাধান্য। তাই নীতিগত সংশোধন এনে প্রকৃত প্রতিভা যেন সুযোগ পায় তার পথ তৈরী করে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে সবার সমান অধিকার সুনিশ্চিত করেছেন। আগে বড় বড় মানুষের ছেলে মেয়েরা সুযোগ পেয়ে যেত। বর্তমান ক্রীড়া বিলের ফলে এই ক্ষেত্রটি আরটিআই-এর অধীনে এসেছে। এন্টি ডোপিং নীতির ফলে ছেলে মেয়েদের আন্তর্জাতিক আসরে যাওয়ায় পরে এই টেস্টের জন্য ফিরে আসতে হবে না।

তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদীর কার্য্যকালে ক্রীড়া ক্ষেত্রে ৩২৩ টি পরিকল্পনা লাগু হয়েছে। ইউপিএ সরকারের সর্বশেষ কার্য্যকালে ২০১৪-১৫ তে ১৬৪৩ কোটি বরাদ্দ ছিল। কিন্তু ২০২৫-২৬ এ মোদীজির নেতৃত্বে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭৯৪ কোটি, যা পূর্বের কংগ্রেস সরকারের প্রায় তিন গুন। এতেই প্রমাণিত বর্তমান সরকার ক্রীড়া ক্ষেত্রের বিকাশে কতটা আন্তরিক। এর ফলে বর্তমানে বড় মাত্রায় পদক আসছে দেশে। যথার্থ প্রচার প্রসারের ফলে এখন গ্রাম পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সম্পর্কে ধারণা তৈরী হয়েছে। এতে সেই স্থানের যোগ্য খেলোয়াররাও ভাগ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। তার পাশাপাশি ২০৩০ সালে ভারতে অলিম্পিক আসর করার উদ্যোগের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এর ফলে দেশের নাম যেমন উজ্জ্বল হবে তেমন অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনাও বাড়ছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্য্যালয়ের উদ্যোগে এবং ওএনজিসি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিনারাণী সরকার, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পদ্মশ্রী জয়ী জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার, দ্রোনাচার্য্য সম্মানপ্রাপ্ত বিশ্বেশ্বর নন্দী, ওএনজিসি-র অ্যাসেট ম্যানেজার সঞ্জীব কুমার জাঞ্জুয়া, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ধর্মেন্দ্র মিশ্রী এবং জাতীয় দাবা প্রতিযোগী অর্শিয়া দাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের সূচনায় ধ্যানচাঁদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং জাতীয় ক্রীড়া দিবস উপলক্ষে সবাই শপথ পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, বিশ্বেশ্বর নন্দী এবং অর্শিয়া দাসকে সংবর্ধনা প্রদান করেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি, ওএনজিসি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের দুই কৃতি খেলোয়াড়কেও সংবর্ধনা দেন বিধায়ক মিনারাণী সরকার। অনুষ্ঠানের শেষে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচের উদ্বোধন করেন, যেখানে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অংশ নেন।

ক্ষমা চাওয়া উচিত ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ধরনের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অবিলম্বে কংগ্রেস এবং আরজেডিকে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবি জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বিহারের দারভাঙ্গায় কংগ্রেস ও আরজেডি'র এক যৌথ রাজনৈতিক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর প্রয়াত মাকে নিয়ে অশালীন ভাষার ব্যবহার নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে জাতীয় রাজনীতি। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র অমিত শাহ। তিনি সরাসরি এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।

ইট বোঝাই লড়ি উল্টে

● প্রথম পাতার পর

নারায়ণ মজুমদারকে উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনায় ভেঙ্গে পড়ে তার স্ত্রী সহ পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয়-স্বজন।

স্থানীয় কিছু লোকের বক্তব্য ইট বোঝাই টিআর০৩ত্ত সিত্ত ১৫৭২ নম্বরের গাড়িটি দ্রুতগতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাঝ রাস্তায় উল্টে যায়। এছাড়াও একজন গাড়ি চালক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়ে দীর্ঘ সময় হাসপাতালে পড়ে থাকলেও ভাট্টার মালিক, ম্যানেজার কিংবা অন্য কেউ একবারের জন্য এসে দেখে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। তাই ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয় সহ আত্মীয় পরিজন সকলে। দুর্ঘটনার তদন্তে নেমেছে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহ বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালের মর্গে রয়েছে ময়না তদন্তের পর দেহ পরিবার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গ্রামীন ব্যাঙ্কে প্রতারণার অভিযোগ,

● প্রথম পাতার পর

প্রতারিত গ্রাহকের স্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামীর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা আত্মসাৎ করেছে ব্যাংকের কেশিয়ার সূর্য্য কুমার সাহা।

সূত্রের খবর, কেশিয়ার সূর্য্য কুমার সাহার কাছে টাকা উধাওয়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি স্পষ্ট কিছু বলতে পারেননি। শুধু জানিয়েছেন, 'কেউ একজন এসে শংকরবাবুর নামে টাকা তুলে নিয়েছে।' এতে গ্রাহকদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছেব্যাংকের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন, যে কারও অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য কেউ টাকা তুলে নিতে পারে?

এদিকে শুক্রবারের ঘটনায় গ্রাহক ও তাঁর পরিবারের লোকেরা ব্যাংক চত্বরে ক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সাংবাদিকরা যখন ম্যানেজারের কাছে এ বিষয়ে জানতে চান, তিনি অকপটে নিজেদের গাফিলতির কথা স্বীকার করেন। এরপরই খবর পেয়ে বিশালগড় থানার পুলিশ ব্যাংকে ছুটে আসে এবং তদন্ত শুরু করে।

শহরে জল সরবাহের

● প্রথম পাতার পর

এই আবাসনগুলি ভূমিকম্প-প্রতিরোধী হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার উন্নয়নের জন্য কাজ করছে এবং উন্নয়ন ছাড়া কোনও কথা নেই। জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত আমরা প্রায় ৮০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। আর এটাই বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকার। আমরা স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের লক্ষ্যে সুন্দর ভবন নির্মাণের জন্য টুডা গঠন করেছি। আমরা সমস্ত বিধি মেনে সুউচ্চ বিল্ডিং নির্মাণের জন্যও অনুমতি দিয়েছি। টুডার মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য আধুনিক মানের ফ্ল্যাট তৈরি করা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা রাস্তাঘাট নির্মাণ করছি। ভগত সিং যুব আবাসের কাছে প্রায় ৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১৬টি আবাসনের আরেকটি প্রকল্পের কাজ চলছে। এটি আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বাহ্যিক সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির (এক্সটার্নালি এইডেড প্রজেক্টস) জন্য লোনের পরিমাণের বোঝা সরানোর জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের ২০টি শহর এলাকায় জিআইএস (ওজ্জছ) মাস্টার প্ল্যান তৈরি করার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে আগরতলা শহরের মাস্টার প্ল্যান তৈরির কাজ প্রায় ৭০ শতাংশ শেষ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্যাটেলাইট টাউন ডেভেলপমেন্ট এবং মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন এই দুটি প্রকল্পে রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজে ৫ বছরে প্রায় ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এছাড়াও এডিবি"র অর্থনাকূল্যে মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্পে প্রথম পর্য্যায়ে প্রায় ৫৩০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

পানীয়জল বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, হাওড়া, কালাপানিয়া বা কাটাখালের জল তিতাস নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে আগরতলা পুর নিগমের ৫১টি ওয়ার্ডে তিতাস নদী থেকে পানীয়জল সরবরাহ করার। এবিষয়ে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং যদি সবকিছু পরিকল্পনা অনুসারে হয়, তবে আমরা বিষয়টি কেন্দ্রের কাছে উত্থাপন করবো। যাতে আমরা আয়রন মুক্ত জল সরবরাহ করতে পারি। আমরা এনিয়ে কাজ করছি।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান রত্না দত্ত, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কমিশনার মিহির কান্তি গোপ, পুর নিগমের কমিশনার দিলীপ কুমার চাকমা, নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা মেঘা জৈন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। চারতলা বিশিষ্ট এই আবাসন তৈরি করতে ব্যয় হয়েছে ২০ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। আবাসনের নিরাপত্তার জন্য ২৪ ঘন্টা সিসিটিভি নজরদারি, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, লিফটের সুবিধা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে।

দুই মাসের মধ্যে

● প্রথম পাতার পর

মেধাতালিকা অনুসারে বোর্ড মাত্র ১৩৪টি শূন্যপদ পূরণের জন্য সুপারিশ করে এবং বাকি ২৩৮ জন প্রার্থীকে অপেক্ষমাণ তালিকায় রাখা হয়।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বৈধতা নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা হয়। ওই মামলায় আদালত রাজ্য সরকার পক্ষেই রায় দিয়েছিল এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করেছিল। কিন্তু, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে যে রায় দিয়েছিল তা সুপ্রিম কোর্ট বাতিল করেছে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে কে মাহেশ্বরী এবং বিচারপতি রাজেশ বিন্দালের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, আবেদনকারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ২০১৮ সালের ১৪ মার্চের স্থগিতাদেশ ও ২০১৮ সালের ২০ আগস্ট নিয়োগ বাতিল সংক্রান্ত স্মারক আইনত অবৈধ। আদালত জানিয়েছে, এসব স্মারকের কারণে যেসব প্রার্থীর আবেদন প্রভাবিত হয়েছে, তা বাতিল করা হলো।

সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এ এনরোল্ড ফলোয়ার্স পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া টিএসআর আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী আগামী দুই মাসের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে। তাতে, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ কোটায় ৩৫০ জন এবং বহিরাজ্যের কোটায় ১৩৪ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এসটিজিটি পদে ৭০০ জন

● প্রথম পাতার পর

৩৬৪ পদ ইউআর, ১১৯ পদ এসসি এবং ২১৭ পদ এসটি শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত।

এর মধ্যে মোট ২৪টি পদ সংরক্ষিত রয়েছে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য।

১৪ টি পদ সংরক্ষিত এক্স - সার্ভিসম্যান প্রার্থীদের জন্য। মহিলা প্রার্থীদের জন্য ৩৩ু আসনে সংরক্ষণ থাকবে।

আবেদনকারীকে ন্যূনতম গ্র্যাজুয়েট অথবা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হতে হবে, পাশাপাশি থাকতে হবে বি এড এর ডিগ্রী। সর্বোচ্চ বয়স ৪০ বছর, তবে এসসি/এসটি/ পিএইচ প্রার্থীদের জন্য ৫ বছরের ছাড় থাকবে। চাকরির এই খবরে খুশির হওয়া লক্ষ করা গেছে রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীদের মধ্যে।

ক্রীড়াঙ্গন

জুয়েলসকে হারিয়ে সুপার ফোর নিশ্চিত করলো ব্লাড মাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সুপার ফোরে খেলা নিশ্চিত করেছে ব্লাড মাউথ ক্লাব। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জুয়েলস এসোসিয়েশন কে ৩-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে। শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলে দুর্দান্ত জয় ব্লাড মাউথ ক্লাবের। শুক্রবার উমাকান্ত ময়দানে ব্লাড মাউথ ক্লাব মুখোমুখি হয় জুয়েলস এসোসিয়েশনের। এই ম্যাচ থেকে পয়েন্ট সংগ্রহ করা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ছিল ব্লাড মাউথ ক্লাবের জন্য। এদিকে এই ম্যাচটা শুধুই ছিল নিয়ম রক্ষার জুয়েলসের জন্য। এরপরও জুয়েলস তাদের নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী ব্লাডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তবে ব্লাড তার শক্তি অনুযায়ী ৩ -০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে দিল জুয়েলসকে। এই জয়টা ব্লাডকে সুপার ফোরে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে অনেকটাই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই অভিমত ফুটবলপ্রেমীদের। ম্যাচের সেরা ফুটবলার হলেন ব্লাড মাউথ ক্লাবের রতন বি। তার হাতে টিএফ এর তরফ থেকে দেওয়া ১০০০ টাকার আর্থিক পুরস্কার তুলে দিলেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার পেট্রন রতন সাহা।

এ ডিভিশন লীগের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	প:	বি:	পয়েন্ট
এগিয়ে চল:	০৮	০৭	০০	০১	২২	০৪	২২
নাইন বুলেটস:	০৮	০৬	০১	০১	১৯	০৯	১৯
ব্লাড মাউথ:	০৯	০৫	০২	০২	১৮	১১	১৭
কল্যাণ সমিতি:	০৮	০৫	০২	০১	১৬	০৯	১৪
রামকৃষ্ণ:	০৯	০৪	০৫	০০	১৯	২২	১২
ফরোয়ার্ড:	০৭	০২	০১	০৪	১৬	০৯	১০
লালবাহাদুর:	০৯	০২	০৪	০৩	১২	২০	০৯
জুয়েলস:	০৮	০২	০৪	০২	১৭	১৯	০৮
টাউন ক্লাব:	০৮	০০	০৬	০২	০৫	১৭	০২
ফ্রেন্ডস ইউ:	০৮	০০	০৮	০০	১২	৩৭	০০

বিশালগড়ে জেলাভিত্তিক হ্যান্ডবল ও খো খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিশালগড়ে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক স্কুল স্পোর্টস কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হয় বিশালগড় গকুল নগরস্থিত রাস্তার মাথা মাঠে। জেলাভিত্তিক অনূর্ধ ১৭ বালক এবং বালিকাদের খো খো এবং হ্যান্ডবল জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন কমলা সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন অতসী দাস, বিশালগড় ব্লক এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি তপন দাস, সিপাহী জলা জেলা স্পোর্টস বোর্ডের সেক্রেটারি প্রবীর দেববর্মা, বিশালগড় স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব আলমগীর হোসেন সহ অন্যান্যরা। সিপাহী জলা জেলাভিত্তিক খো খো এবং হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার প্রদীপ জ্বেলে শুভ সূচনা করেন বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, তিনি এ উদ্বোধন করে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন বর্তমানে যুবসমাজ খেলাধুলা ছেড়ে অন্যত্র মুখী হচ্ছে, । যুব সমাজকে যত মাঠমুখী করা যাবে ততই মঙ্গল হবে। অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বিধায়িকা বলেন অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদেরকে পড়াশোনার পাশাপাশি যাতে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ যোগায় সেই দিব মনোযোগ দিতে হবে। বর্তমানে এই নেশার করাল গ্রাস থেকে যুব সমাজকে ফিরিয়ে না আনতে পারলে সমাজ আরো অধঃপতনে যাবে। সরকার এবং প্রশাসন একা এই কাজ করা সম্ভব নয়। যুব সমাজকে নেশার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সকলে মিলে একত্রে কাজ করতে হবে। হ্যান্ডবলের বালক এবং বালিকা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন বিশালগড় মহকুমা, রানার্স সোনামর মহকুমা, খো খো চ্যাম্পিয়ন বালক এবং বালিকা বিভাগ সোনামুড়া মহকুম, রানার্স বিশালগড় মহকুমা।

জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপনে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন থেকে দিব্যাঙ্গ ক্রীড়াবিদরা সংবর্ধিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বর্ণাঢ্য এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনও পালন করেছে জাতীয় ক্রীড়া দিবস। মন মাতিয়ে দেওয়ার মতো এক অনুষ্ঠান। দিব্যাঙ্গ ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধিত করার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশন অনুষ্ঠানে আরও একটু বিশেষ মাত্রা এনে দিয়েছে। বিকেল সাড়ে তিনটায় রাজধানীর রেডক্রস সোসাইটি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই বিশেষ বর্ণাঢ্য জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, সভাপতি পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, সহ-সভাপতি তথা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, রাজ্যের প্রথম অর্জুন জিমন্যাস্ট মন্টু দেবনাথ, বিশিষ্ট সমাজ সেবক কমল দে, দিব্যাঙ্গ সংস্থার ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ শ্রীমতি শংকরী রায়, রাজীব ঘোষ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা ধীমান বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দিব্যাঙ্গ ক্রীড়াবিদ হিসেবে স্বপন সরকার, দীপক বৈদ্য, স্বপন ঘোষ, দিপ্তেন্দু বিশ্বাস, সুমন দত্ত, অনুজ ঘোষ, রাজীব ঘোষ, পঙ্কজ রায়-কে আজ সংবর্ধিত করা হয়েছে। প্রত্যেক অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তৃতায় ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের দারুন এই অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি সুজিত রায়, আজকের এই উল্লেখযোগ্য দিনে হকির যাদুকর ধ্যান চাঁদ সিংয়ের জন্মদিন পালন তথা জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান করতে পেরে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পরিশেষে খুদে- কচিকাঁচা খেলোয়ারদের সঙ্গে নিয়ে সকল বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ কেক কেটে জাতীয় ক্রীড়া দিবসকে সুষ্ঠুভাবে উদযাপন করেন। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আজ জাতীয় ক্রীড়া দিবসকে কেন্দ্র করে হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ জির সুপুত্র অলিম্পিয়ন অশোক কুমার ধ্যানচাঁদ রাজ্যের মাননীয় ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়ের সঙ্গে ভিডিও কলে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য উক্ত অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করেন, তৎসঙ্গে আজ বিকেলে এডি নগর পুলিশ হকি মাঠে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পর্য্যবেক্ষণে আয়োজিত হকির প্রদর্শনী ম্যাচও অশোক কুমার ধ্যানচাঁদ ভিডিও কলে পর্য্যবেক্ষণ করেন।

স্ট্রেট সেটে জিতে ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে সিনার, এক সেট খুইয়ে জয় শিয়নটেকের

বিশ্বের সেরা টেনিস খেলোয়াড়ের মতোই খেলছেন ইয়নিক সিনার। প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতে দিচ্ছেন না তিনি। ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন পুরুষদের শীর্ষবাছাই। অস্ট্রেলিয়ার আলেক্সেই পপিরিনকে হারালেন সিনার (৬-৩, ৬-২, ৬-২)। তিনি সহজ জয় পেলেও এক সেট খোয়াতে হল শিয়নটেককে। তিন সেটের লড়াইয়ে তিনি হারালেন (৬-১, ৪-৬, ৬-৪) নেদারল্যান্ডসের সুজান লামেন্সকে।সিনারের সামনে অবাছাই পপিরিন যে দাঁড়াতে পারবেন না সেটা খেলার শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। সিনারের পাওয়ার টেনিসের সামনে হার মানলেন প্রতিপক্ষ। গোটা ম্যাচে এক বারও নিজের সার্ভিস খোয়াননি সিনার। উল্টো দিকে তিনি ৯ বার পপিরিনের সার্ভিস ভাঙার সুযোগ পান। ৫ বার ভাঙেন। সেখানেই খেলা হেরে যান অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়।আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামের দর্শকেরা আশা করেছিলেন, হয়তো কিছুটা হলেও লড়বেন পপিরিন। বিশেষ করে এক মাস আগে উইম্বলডনে যে ভাবে একের পর এক ম্যাচে অবাছাই খেলোয়াড়দের হাতে বাছাই খেলোয়াড়রা হারছিলেন তাতে আশা খানিকটা বেড়েছিল। কিন্তু বাস্তবে সেটা দেখা গেল না। আরাম করে পরের রাউন্ডে উঠলেন ইটালির সিনার।তবে শিয়নটেক সহজে জিততে পারেননি। তাঁকে সমস্যায় ফেলল সার্ভিস। প্রথম সেটে অবশ্য লামেন্সকে দাঁড়াতে দেননি পোল্যান্ডের তারকা। মহিলাদের দ্বিতীয় বাছাই সমস্যায় পড়লেন দ্বিতীয় সেটে। তৃতীয় সেটেও সেই সমস্যা দেখা গেল। গোটা ম্যাচে ৯ বার শিয়নটেকের সার্ভিস ভাঙার সুযোগ পান লামেন্স। ৪ বার ভাঙেন তিনি। বাকি সুযোগ তিনি কাজে লাগাতে পারলে হয়তো খেলার ফল অন্য রকম হত।সার্ভিস নিয়ে সমস্যা হলো লামেন্সেরও। ১২ বারের মধ্যে ৬ বার তাঁর সার্ভিস ভাঙেন শিয়নটেক। শেষ পর্যন্ত নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অবাছাই লামেন্সকে হারিয়ে তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন শিয়নটেক।

সেপ্টেম্বরেই ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ! মায়ামিকে ফাইনালে তুলে অবসরের ইঙ্গিত মেসির

চোট সারিয়ে ফিরেছেন। বিপক্ষকে বোকা বানিয়ে গোলও করছেন। কিন্তু এবার জাতীয় দলের জার্সি তুলে রাখার কথা ভাবছেন তিনি-লিওনেল মেসি! বুধবার লিগস কাপের সেমিফাইনালে জোড়া গোল করে দলকে ফাইনালে তোলেন এলএমটেন। ম্যাচের পর তাঁর সাক্ষাৎকারেই ইঙ্গিত, এবার হয়তো আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেবেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচ খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপ খেলার টিকিট পেয়ে গিয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ৫ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে খেলবেন মেসিরা। ওই ম্যাচই ঘরের মাঠে আন্তর্জাতিক ফুটবলে মেসির শেষ ম্যাচ হতে চলেছে, এমনটাই মনে করছে তাঁর ভক্তকুল। কারণ লিগস কাপের ফাইনালে ওঠার পর সাক্ষাৎকারে মেসি জানান, "ওই ম্যাচটা খুব স্পেশাল হতে চলেছে। কারণ যোগ্যতা অর্জন পর্বের শেষ ম্যাচ ওটা।"

এখানেই শেষ নয়। মেসি আরও বলেন, "জানি না ওই ম্যাচটার পরে আর কোনও ফ্রেন্ডলি বা অন্য খেলা হবে কিনা। তাই ভেনেজুয়েলা ম্যাচ খুবই স্পেশাল। আমার পুরো পরিবার সেদিন থাকবে আমার সঙ্গে। স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা, ভাইবোন, আমার স্ত্রীর তরফের আত্মীয়রাও যতজন সম্ভব থাকবেন। একসঙ্গে ওই ম্যাচের সাক্ষী থাকবে সকলে। তারপরে কী হবে, এখন জানি না।" এলএমটেনের এই মন্তব্যের পরেই জল্পনা, ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার হয়ে হয়তো আর ম্যাচ খেলবেন না তিনি। তবে আগামী বছর বিশ্বকাপে হয়তো খেলবেন। তারপরই ফুটবলকে বিদায়।

উল্লেখ্য, ডিসেম্বরে মেসি-মাদকতায় মাততে চলেছে ভারত।ইতিমধ্যেই সেই সূচি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। চমকপ্রদ বিষয় হল ডিসেম্বরের সেই সফরের আগেই এদেশের মাটিতে পা রাখতে চলেছেন বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার। শুধু আসছেন না, নভেম্বরে ভারতের মাটিতে খেলতেও দেখা যাবে তাঁকে। একা মেসি নন, ভারতে আসছে গোটা আর্জেন্টিনা দলই। কেরলে খেলতে আসছে তারা।

পানিসাগরে রাজ্যভিত্তিক স্কুল অ্যাথলেটিক্স সম্পন্ন পশ্চিম জেলা চ্যাম্পিয়ন, রানার্স স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য ভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ার অ্যাথলেটিক্স ইভেন্ট সম্পন্ন হয়েছে পানি সাগরে। দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পশ্চিম জেলা দল। রানার্স আপের খেতাব অর্জন করে রৌপ্য পদক পেয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। উত্তর জেলা দল পেয়েছে তৃতীয় স্থানের খেতাব ও ব্রোঞ্জ পদক। উল্লেখ্য, চার গুণ ১০০ মিটার রিলে দৌড়ে বালকদের ওপেন বিভাগে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৪৫.৯১ সেকেন্ড সময় নিয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছে। পশ্চিম জেলা দল রৌপ্য পদক ও সিপাহী জেলা দল পেয়েছে ব্রোঞ্জ পদক। বালিকা বিভাগেও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল স্বর্ণপদক পেয়েছে ৫১.৪৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে। একইভাবে পশ্চিম জেলা দল রানার্স এবং উত্তর জেলা দল ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। চার গুণ ৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে বালিকা বিভাগে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, পশ্চিম জেলা এবং গোমতী জেলা দল যথাক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। বালক বিভাগে অবশ্য পশ্চিম জেলা দল স্বর্ণপদক পেয়েছে। এক্ষেত্রে উত্তর জেলা দল এবং গোমতী জেলা দল যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। উল্লেখ্য, গতবারের মতো এবারও পানিসাগরে স্কুল স্পোর্টস পার্ট থ্রি অ্যাথলেটিক্স ইভেন্টের আসর বেশ জমজমাট ভাবে শেষ হয়েছে।

ভবন ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরে ক্রীড়া দিবস উদযাপিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের উদ্যোগে প্রতি বছরের মত এবারও ২৯ আগস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবস যথাযোগ্য মর্য্যাদায় পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ হয়। এতে সরোজিনী হাউস ৩-০ গোলে আজাদ হাউসকে হারিয়ে খেতাব পায়। খেলার শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে ট্রফি তুলে দেয়া হয়।

হকির যাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদ-এর জন্মদিনটি ২৯ আগস্ট ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির এবারও যথাযোগ্য মর্য্যাদায় পালন করে। এই উপলক্ষ্যে ভবনস-এর ইন্টার হাউস ফুটবল টুর্নামেন্টে সরোজিনী হাউস চ্যাম্পিয়ন হয়। ভবনসের মাঠে ফাইনাল খেলায় সরোজিনী হাউস ৩-০ গোলে আজাদ হাউসকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের স্টার্লিং হ্যাটট্রিক করে।

খেলার শুরুতে বল-এ পা লাগিয়ে ফাইনালের সূচনা করেন এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্পোর্টস জার্নালিস্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী ও ভারতীয় বিদ্যাভবন ত্রিপুরার চেয়ারম্যান দেবাশীষ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত এন এস এস স্বেচ্ছাসেবক তথা মহিলা ফুটবল রেফারি মামনি দাস এবং ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের প্রিন্সিপাল স্বপ্না সোম। পরে দুই দলের খেলা হয়।

ফাইনালের শেষে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে ট্রফি তুলে দেন অতিথিরা।

হেলথ এন্ড লাফিং সংস্থার ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ৩১ শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি অল ত্রিপুরা হেলথ এন্ড লাফিং সংস্থার নবম ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন ৩১ অগাস্ট। ঐদিন মহারানী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের " শ্যামল চৌধুরী ও প্রবোধ রঞ্জন দত্ত স্মৃতি মঞ্চে " হবে সম্মেলন। সকাল দশটায়। উপস্থিত থাকবেন পরাটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, পুরপিতা দীপক মজুমদার, শিক্ষাবিদ প্রণতি মোদক, বিশ্বজিৎ দেবনাথ এবং

প্রদর্শনী টেনিস ম্যাচ দিয়ে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ২৯ আগস্ট, জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন উপলক্ষে মালঞ্চ নিবাস স্থিত স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে সকালে প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় এবং তারপর এক ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজকের এই বিশেষ দিনটি যথাযথ মর্য্যাদায় পালিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি তড়িৎ রায়, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, সহ সম্পাদক অরূপ রতন সাহা, ডাঃ কনক নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। তাছাড়া জাতীয় ক্রীড়া দিবসের এই বিশেষ দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের টেনিস খেলোয়াড়রা বহিরাজ্যে গিয়ে আই টি এফ খেলায় অংশ গ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ও পুরস্কার পেয়েছে যা সত্যিই আনন্দের বিষয়, ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশন আশা করছে এই ভাবেই রাজ্যের টেনিস খেলোয়াড়রা এগিয়ে যাবে এবং আগামীদিনে ত্রিপুরার নাম আরও বেশি উজ্জ্বল করবে। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায় এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

দাবা : জাতীয় আরবিটরের পরীক্ষায় ১৯ জন উত্তীর্ণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আরবিটারের সমস্যা কিছুটা হলেও লাঘব হলো ত্রিপুরায়। দীর্ঘ বছর যাবত আরবিটারের সমস্যায় ভুগছিলো রাজ্য দাবা সংস্থা। এবার সেই সমস্যা অনেকটা কমলো। জাতীয় আরবিটার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন রাজ্যের ১৯ জন। দুদিন ব্যাপী জাতীয় আরবিটারের পরীক্ষা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ২১ আগস্ট। তাতে সারা দেশের ৪৩ জন অংশ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৯ জন " এ " বিভাগে, ২৪ জন " বি " বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। " এ " বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া রাজ্যের আরবিটাররা হলেন প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য্য, কিংশুক দেবনাথ, রাজবীর আহমেদ, স্কাই দেবনাথ, শেখোয়াত হোসেন, দীপাশ্রী রায় চৌধুরী, সুদীপ কুমার বণিক, প্রতীক দেবনাথ, অনিন্দিতা চক্রবর্তী, দেবলিনা কুন্ডু, মুসকান দেবনাথ, " বি " বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন বিষ্ণুপদ দে, গৌরব চক্রবর্তী, আকবর হোসেন, বিভাস গোস্বামী, সুবীর দেব, ইমোশি বেগম, রানু চন্দ্র দাস এবং পঙ্কজ দেবনাথ। উত্তীর্ণ হওয়া আর্বিটারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্য দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক এবং সচিব মিঠু দেবনাথ।

হতাশ করলেন নীরজ! কোনও রকমে পার ৮৫ মিটার, ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে সন্তুষ্ট থাকতে হল রুপো জিতেই

পাকিস্তানের আরশাদ নাদিম না থাকায় সুযোগ ছিল নীরজ চোপড়ার। সুইৎজারল্যান্ডে ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে জ্যাভেলিনে সোনা জেতার লক্ষ্যে নেমেছিলেন তিনি। কিন্তু হতাশ করলেন নীরজ। ৯০ মিটারের ধারেকাছেও পৌঁছোতে পারলেন না তিনি। ছ'টি থ্রোয়ের মধ্যে তিন বার ফাউল থ্রো করলেন ভারতীয় তারকা। সর্বাধিক ৮৫.০১ মিটার ছুড়ে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাঁকে। ৯১.৫১ মিটার ছুড়ে সোনা জিতলেন জার্মানির জুলিয়েন ওয়েবার। তৃতীয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের কেশর্ন ওয়ালকট। ৮৪.৯৫ মিটার ছোড়েন তিনি।

ফাইনালের শুরুটা ভাল হয়নি নীরজের। প্রথম থ্রোয়ে ৮৪.৩৫ মিটার ছোড়েন তিনি। ওয়েবার প্রথমেই ছোড়েন ৯১.৩৭ মিটার। ওয়ালকট ৮৪.৯৫ মিটার ছোড়েন। দ্বিতীয় চেষ্টায় মাত্র ৮২ মিটার ছোড়েন নীরজ। অন্য দিকে ওয়েবার দ্বিতীয় বারও ৯০ মিটারের বেশি ছোড়েন। ৯১.৫১ মিটার ছুড়ে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে নেন তিনি।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চেষ্টায় ফাউল থ্রো করেন নীরজ। দেখে বোঝা যাচ্ছিল দিন তাঁর নয়। তবে বাকিরাও খারাপ থ্রো করেন। ফলে তৃতীয় স্থানে ছিলেন নীরজ। মনে হচ্ছিল ব্রোঞ্জ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাঁকে। শেষ চেষ্টায় ৮৫.০১ মিটার ছোড়েন নীরজ। ওয়ালকটকে টপকে যান তিনি। কিন্তু ওয়েবারের কাছে পৌঁছোতে পারেননি। শেষ চেষ্টায় ওয়েবার ছোড়েন ৮৮ মিটার। তাতে অবশ্য খেলার ফল বদলায়নি। খেলা শেষে নীরজকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল নিজের পারফরম্যান্সে হতাশ তিনি। চলতি বছর মে মাসে দোহায় ডায়মন্ড লিগে ৯০.২৩ মিটার ছুড়েছিলেন নীরজ। সেটাই তাঁর সেরা থ্রো। এ বার তার কাছেও পৌঁছোতে পারলেন না নীরজ।

তিন ম্যাচে ২৭২ রান! এশিয়া কাপের আগে বিধ্বংসী ফর্মে সঞ্জু, জায়গা পাকা করছেন স্যামসন

এশিয়া কাপের ১৫ জনের দলে থাকলেও প্রথম একাদশে জায়গা পাবেন কি না তা নিয়ে সংশয় ছিল। সেই সংশয় অনেকটাই দূর করে দিয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। কেরল ক্রিকেট লিগে বিধ্বংসী মেজাজে খেলছেন তিনি। শেষ তিনটি ম্যাচে ২৭২ রান করেছেন সঞ্জু। তাঁর এই ফর্ম এশিয়া কাপে ভারতের প্রথম একাদশে সঞ্জুর জায়গা প্রায় পাকা করে দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার ৩৭ বলে ৬২ রানের ইনিংস খেলেছেন সঞ্জু। আগের ম্যাচে তিনি করেছিলেন ৪৬ বলে ৮৯ রান। তার আগের ম্যাচে ১২১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন সঞ্জু। অর্ধশতরান করেছিলেন মাত্র ১৬ বলে। ৪২ বলে করেছিলেন শতরান।

প্রথম তিনটি ম্যাচে ছ'নম্বরে ব্যাট করছিলেন সঞ্জু। কিন্তু চতুর্থ ম্যাচে ওপেন করতে নামেন তিনি। বদলে যায় সঞ্জুর খেলা। করেন শতরান। পরের দু'টি ম্যাচেও ওপেন করেছেন ৩০ বছরের ডানহাতি উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। ভারতের হয়ে গত দুই সিরিজেও ওপেন করেছেন সঞ্জু। দুই সিরিজ মিলিয়ে চার ম্যাচে তিনটি শতরান করেছেন তিনি। তবে এশিয়া কাপের দল ঘোষণার সময় নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর জানিয়েছেন, শুভমন গিল না থাকায় সঞ্জু ওপেন করেছিলেন। এশিয়া কাপের দলে শুভমন ফিরেছেন। সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে তাঁকে।

এই পরিস্থিতিতে সঞ্জু খেলবেন কি না, বা খেললেও কোথায় খেলবেন তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কেউ বলছেন, তিনি ওপেন করবেন। আবার কারও মতে, তাঁকে মিডল অর্ডারে নামানো হতে পারে। তবে কেরল ক্রিকেট লিগে সঞ্জুর শেষ তিনটি ইনিংস প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে আরও সমস্যায় ফেলে দিল। এই রকম ফর্মে থাকা ব্যাটারকে ওপেনিং থেকে সরানোর ঝুঁকি কি তিনি নিতে পারবেন? ব্যাটিং অর্ডার যা-ই হোক না কেন, জিতেশ শর্মাকে টপকে সঞ্জু যে আবার গম্ভীরের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠলেন তা বলা যেতেই পারে।

পিছিয়ে পড়েও জয় সাত্ত্বিক-চিরাগের, বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতীয় জুটি

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে বৃহস্পতিবার দাপট দেখালেন ভারতীয় তারকারা। তিনটি ম্যাচই জিতলেন তাঁরা। প্রথমে ভারতের মিক্সড ডবলস জুটি ধ্রুব কপিলা ও তানিশা ক্রাস্টো পিছিয়ে পড়ে নিজেদের ম্যাচ জেতেন। তার পরে মহিলাদের সিঙ্গলসে চিনা প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দেন পিভি সিন্ধু। দিনের শেষ ম্যাচ জিতলেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত চিনা প্রতিপক্ষকে হারালেন (১৯-২১, ২১-১৫, ২১-১৭) তাঁরা। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল ভারতীয় জুটি।

নবম বাছাই সাত্ত্বিক-চিরাগের খেলা ছিল ষষ্ঠ বাছাই চিনের লিয়াং ওয়েই কেং ও ওয়াং চাংয়ের বিরুদ্ধে। গত কয়েক মাসে চোটের কারণে অনেক প্রতিযোগিতায় নামতে পারেননি সাত্ত্বিক-চিরাগ। ফলে শুরুতে একটু বোঝাপড়ায় সমস্যা হচ্ছিল তাঁদের। তারই ফয়দা তুলে চিনা জুটি বেশ খানিকটা এগিয়ে যায়।

কিন্তু হাল ছাড়েননি সাত্ত্বিকেরা। লড়াই করেন তাঁরা। ম্যাচে ফেরেনও। কিন্তু ব্যবধান বেড়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রথম গেম হারতে হয় তাঁদের।

দ্বিতীয় গেমে অবশ্য দেখা গেল সেই পুরনো সাত্ত্বিক-চিরাগকে। সেই বোঝাপড়া। সেই দ্রুত র‍্যালি। প্রথম কয়েকটি পয়েন্টে লড়াই হলেও তার পর এগিয়ে যায় ভারতীয় জুটি। দ্রুত ব্যবধান বাড়াতে থাকে তারা। একটা সময় ১১-২ এগিয়ে গিয়েছিলেন সাত্ত্বিকেরা। বোঝা যাচ্ছিল, এই গেমে আর ফিরতে পারবে না চিনা জুটি। হলও তাই। দ্বিতীয় গেম জিতে সমতা ফেরায় ভারতীয় জুটি। তৃতীয় গেমে টান টান লড়াই। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ছিলেন না। এক বার ভারতীয় জুটি এগোচ্ছিল, তো পর ক্ষণেই চিনা জুটি এগিয়ে যাচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল, সহজে এই গেমের ফয়সালা হবে না। কিন্তু এক বার সাত্ত্বিক-চিরাগ ছন্দ পেয়ে গেলে প্রতিপক্ষের কতটা চাপ হয় তা দেখা গেল এই ম্যাচে। চাপে পড়ে ভুল করলেন চিনা খেলোয়াড়েরা। তার ফল ভুগতে হল তাঁদের। ভারতীয় জুটির কাছে হেরে বিদায় নিতে হল তাঁদের।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রাজ্য শক্তি দক্ষতা সূচকর ২০২৪'র শীর্ষস্থানে

মহারাষ্ট্র, অন্ধপ্রদেশ, আসাম ও ত্রিপুরা

নয়াদিল্লি, ২৯ আগষ্ট।। রাজ্য শক্তি দক্ষতা সূচক (এসইইআই)২০২৪ প্রকাশ করেছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব এবং ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি (বিইই)র মহানির্দেশক শ্রী আকাশ ত্রিপাঠী। এটি বিইই এর একটি উদ্যোগ এবং অ্যালায়েন্স ফর অ্যান এনার্জি এফিসিয়েন্সি ইকোনমি (এইইই) এর সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে। এসইইআই ২০২৪ অর্থবছর ২০২৩-২৪-এর জন্য ৩৬ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের (ইউটি) শক্তি দক্ষতা কর্মক্ষমতার বিষয়টি মূল্যায়ন করে থাকে। এই সূচকটি রাজ্য-স্তরের ডেটা পর্যবেক্ষণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, বিদ্যুৎ পদচিহ্ন ব্যবস্থাপনা ট্র্যাক করা, সর্বোত্তম অনুশীলনগুলিকে প্রচার করা এবং রাজ্য জুড়ে শক্তি দক্ষতার প্রতিযোগিতামূলক উন্নতিকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী ত্রিপাঠী বলেন, 'ভারতের জ্বালানি রূপান্তর কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়াই নয় - এটি উদ্ভাবন, স্থিতিস্থাপকতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করার একটি কৌশলগত সুযোগ। ২০৭০ সালের মধ্যে নিট-শূন্য নির্গমন এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪৫ শতাংশ নির্গমন হ্রাস এর লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা যখন আমাদের পথ তৈরি করছি, তখন জ্বালানি দক্ষতা একটি ভিত্তি স্তম্ভ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রভাব সৃষ্টি করছে এবং, কম খরচে এর সমাধান প্রদান করছে।' তিনি বলেন, "রাজ্য জ্বালানি দক্ষতা সূচক (এসইইআই) ২০২৪ এই যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই সংস্করণটি স্থল-স্তরের বাস্তবায়ন, ক্ষেত্রগত ফলাফল এবং পরিমাপযোগ্য অগ্রগতির উপর আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। ভবন, শিল্প, পরিবহন, ডিসকম এবং কৃষির মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে মূল্যায়ন করে, এটি ভারতের জ্বালানি দক্ষতা বাস্তুতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান পরিপক্কতা প্রতিফলিত করেছে।'

সূচকের ষষ্ঠ সংস্করণে সাতটি মূল চাহিদা ক্ষেত্রের ৬৬টি সূচক সহ একটি বর্ধিত বাস্তবায়ন-কেন্দ্রিক কাঠামো রয়েছে। এগুলি হল: ভবন, শিল্প, পৌর পরিষেবা, পরিবহন, কৃষি, বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি (ডিসকমস) এবং আন্তঃক্ষেত্রীয় উদ্যোগ। নতুন কাঠামোটি জাতীয় অগ্রাধিকারগুলিকে প্রতিফলিত করে যেমন জ্বালানি পরিষেবা কোম্পানি (ইএসসিও) মডেল, ভবনের জন্য তারকা রেটিং, এমএসএমই ক্লাস্টার প্রোফাইলিং, পিএটি স্কিম সম্প্রসারণ, ইভি চাহিদা-সাইড প্রণোদনা এবং ডিসকমস-এর চাহিদা-সাইড ব্যবস্থাপনা প্রচেষ্টা। কাঠামোটি শক্তি নিরীক্ষা, পুনর্নির্মাণ, প্রযুক্তি প্রদর্শন এবং সক্ষমতা-নির্মাণ কর্মসূচির মতো রাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলি মূল্যায়ন করে স্থল বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়েছে।

রাজ্যগুলিকে তাদের মোট চূড়ান্ত শক্তি খরচের (টিএফইসি) উপর ভিত্তি করে অগ্রণী (গ্নমোট মূল্যায়ন স্কোরের ৬০ শতাংশ), অর্জনকারী (৫০-৬০ শতাংশ), প্রতিযোগী (৩০-৫০ শতাংশ) এবং প্রার্থী (৷৩০ শতাংশ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং আরও গ্রুপিং করা হয়েছে।

প্রতিটি গ্রুপে শীর্ষস্থানীয় পারফর্মিং রাজ্যগুলি হল:

গ্রুপ ১ (গ্ন ১৫ এমটিওই): মহারাষ্ট্র, গ্রুপ ২ (৫-১৫ এমটিওই): অন্ধ্র প্রদেশ, গ্রুপ ৩ (১-৫ এমটিওই): আসাম, গ্রুপ ৪ (৷১ এমটিওই): ত্রিপুরা এসইইআই ২০২৩ সালের তুলনায়, ফ্রন্ট রানার রাজ্যের সংখ্যা সাত থেকে কমে পাঁচে দাঁড়িয়েছে, যেখানে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা এবং তামিলনাড়ু এই মর্যাদা ধরে রেখেছে। দুটি রাজ্য - আসাম এবং কেরালা - অ্যাচিভার বিভাগে রয়েছে, যেখানে হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, ওড়িশা এবং উত্তরপ্রদেশকে প্রতিযোগী হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

এসইইআই বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি তুলে ধরে এবং শক্তি দক্ষতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি প্রদর্শন করেছে। ভবন খাতে, ২৪টি রাজ্য শক্তি সংরক্ষণ ভবন কোড (ইসিবিসি) ২০১৭ অবহিত করেছে, যার মধ্যে ২০টি রাজ্য এটিকে পৌরসভার উপ-আইনের সাথে একীভূত করেছে। শিল্প খাতে ১০টি রাজ্য এমএসএমই শক্তি দক্ষতা নীতি গ্রহণ করেছে, যেখানে সাতটি রাজ্য পিএটি-বহির্ভূত শিল্পের জন্য বাধ্যতামূলক শক্তি নিরীক্ষা (এমইএ) বাধ্যতামূলক করেছে। পৌর স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে, ২৫টি রাজ্য জলবায়ু কর্ম পরিকল্পনা বা তাপ কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করেছে, যার মধ্যে ১২টি রাজ্য মনোনীত সংস্থা এবং নগর স্থানীয় সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতার প্রতিবেদন রয়েছে। পরিবহন খাতে এই নীতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৩১টি রাজ্য বৈদ্যুতিক গতিশীলতা নীতি বাস্তবায়ন করছে এবং ১৪টি ভবনে ইভি চার্জিং পরিকাঠামো বাধ্যতামূলক করছে। কৃষিক্ষেত্রে, ১৩টি রাজ্য সমন্বিত কোল্ড স্টোরেজ এবং সৌর-চালিত কৃষি পাম্পগুলিকে উৎসাহিত করছে, যেখানে কেরালা ৭৪ শতাংশ শক্তি-সাশ্রয়ী বা সৌর-চালিত কৃষি পাম্প গ্রহণ করেছে।

সূচকটি ডিমান্ড-সাইড ম্যানেজমেন্ট (ডিএসএম) কৌশলগুলির ক্রমবর্ধমান গ্রহণকেও তুলে ধরে, যেখানে ১১টি রাজ্য তাদের সামগ্রিক রাজস্ব চাহিদা (এআরআর) -এ ডিএসএম কর্ম পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করেছে। উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের চিহ্ন হিসেবে, ৩৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রাজ্য শক্তি দক্ষতা কর্ম পরিকল্পনা (এসইইআই সমহ) তৈরি করেছে, যেখানে ৩১টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে শক্তি পরিবর্তনের উপর রাজ্য-স্তরের স্টিয়ারিং কমিটি (এসএলএসসি) গঠনের কথা জানিয়েছে, যা ভারতের জাতীয় জলবায়ু এবং শক্তি দক্ষতা লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

এসইইআই ২০২৪ একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে চলেছে, যা উপ-জাতীয় শক্তি দক্ষতা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে এবং ভারতের শক্তি পরিবর্তনকে সমর্থন করছে। সূচকটি রাজ্যগুলিকে তাদের শক্তি দক্ষতা কর্মক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করার জন্য কার্যকর অভিজ্ঞতা প্রদান করে, যা ভারতের বৃহত্তর জলবায়ু এবং শক্তি সুরক্ষা লক্ষ্যমাত্রায় অবদান রাখে।

কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ এক সন্তানের জননী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৯ আগস্ট: কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ এক সন্তানের জননী। ঘটনা সাব্রুম মহকুমার মনু বাজার থানার অন্তর্গত চালিতাছড়ি এডিসি ভিলেজের অধীনে দিনেশ মজুমদার পাড়ায়। ডিজিটাল স্মার্ট দুনিয়াতে গৃহবধূ পালিয়ে যাওয়ার হিরিকের প্রথম স্থান অর্জন করতে চলেছে সাব্রুমের হরিণা অঞ্চলটি। সাব্রুম মহকুমার মনু বাজার থানা অন্তর্গত চালিতাছড়ি এডিসি ভিলেজের অধীনে দিনেশ মজুমদার পাড়ার বাসিন্দার উমেশ দাসের পুত্র রনজিত দাসের স্ত্রী সুপর্ণা দাস(২৭)।

গত ২৪- আগস্ট মবার দিন প্রতিদিনের মতো ঐদিন সকাল ৬:৩০ মিনিটে বাড়ি থেকে বের হয় হরিণা পেট্রোল পাম্পের উদ্দেশ্যে। বহু খোঁজাখুঁজি করার দুইদিন পর গৃহবধুর স্বামী রনজিত দাস ২৬- আগস্ট মঙ্গলবার দিন মনু বাজার থানায় স্ত্রী সুপর্ণা দাসের কোন হদিশ না পাওয়াতে লিখিত আকারে মিসিং ডায়েরি করেন।

সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে জানান, রনজীত দাস পূর্ব হরিণা ৬২ কার্ড এলাকার সুপর্ণা দাসের সঙ্গে ২০১৫ সালে সামাজিকভাবে ওরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের দশ বছরের সংসারের জীবনে দশ বছরের একটি ফুটফুটে সন্তান রয়েছে। সংসারের আর্থিক অনটনের পরে গৃহবধু সুপর্ণা গত দুই-তিন বছর আগে হরিণা পেট্রোল পাম্পে নিযুক্ত হয়। প্রতিদিন সুপর্ণা সকাল ৬:৩০ সময় ঐ পেট্রোল পাম্পে আসতো। আবার প্রতিদিন দুপুর দুইটার সময় বাড়িতে যেতো। গত সোমবার দিন থেকে গৃহবধু সুপর্ণাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু তাই নয় সুপর্ণার মোবাইল কোন পরন্ত সুইচ অফ। রনজিত দাস শেষমেষ প্রশাসনের কাছে আবেদন জানায় যাতে করে সুপর্ণাকে ফিরিয়ে আনার জন্য।

কৈলাসহরে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৯ আগস্ট: শৈবতীর্থ ঊনকোটি প্রাঙ্গণে আজ জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালন করা হয়। ঊনকোটি জেলাভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। ধ্যানচাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সভাধিপতি ভারতীয় হকিতে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, রাজ্যের খেলোয়াড়গণও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পদক জয় করে রাজ্যকে গর্বিত করছেন। জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালনের অঙ্গ হিসেবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে খেলাধুলার আয়োজন করা হয়েছে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারমান লাকি পাল দাস, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ড. তমাল মজুমদার, কৈলাসহর মহকুমার মহকুমা শাসক বিপুল দাস প্রমুখ।

ঐতিহ্য রক্ষা করে আধুনিকীকরণের মাধ্যমেই স্মার্ট সিটি গড়ে তুলতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: রাজ্যের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার আগ্রহ থাকতে হবে। ইতিহাস জানতে হবে। ইতিহাস জেনে ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে। ইতিহাস কোনও দিন মুছে ফেলা যায় না।

আজ আগরতলা পুরনিগমের ২০ নং ওয়ার্ডের থানা রোড সংলগ্ন পাড়াসুন্দরী মন্দিরের নবনির্মিত মন্দির গৃহের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, নাস্তিকরা একটা সময় রাজ্যে সনাতনী ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অবহেলা করেছিলো। বর্তমান সরকার বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী স্থান, ধর্মীয় স্থানগুলিকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে। সেই কাজের দৃষ্টান্ত হলো আগরতলা পশ্চিম থানা সংলগ্ন পাড়াসুন্দরী কালীমন্দির।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব না নিলে অনেক ইতিহাসের চিহ্ন মুছে যেতে পারে। যেমন এই পাড়াসুন্দরী মন্দির এবং আগরতলা শহরের জিরো পয়েন্ট। অতীতে সরকারি অবহেলার কারণে এগুলি হারিয়ে যাচ্ছিলো। বর্তমান রাজ্য সরকার এসব স্থানগুলি আবার উদ্ধার করছে এবং পুন:স্থাপন করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভগবানকে বিশ্বাস করলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে, তবেই ভালো ফল পাওয়া যায়। ভগবানের সৃষ্টির কারণেই আমরা মানুষ রূপে জন্ম নিতে পেরেছি। মা বাবাকে শ্রদ্ধা করে কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। ভগবানের মতো মা বাবাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে সব সময় স্মরণে রাখতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই ধর্মীয় স্থানগুলি রক্ষায় গুরুত্ব দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে সনাতনী ধর্ম আছে বলে ভারতীয় সভ্যতা এখনও মুছে যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী আগরতলা শহরের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এক সময় আজকের যে পাড়াসুন্দরী মন্দির সেখানে একটি শ্মশানঘাট ছিলো। রাজ আমল থেকে এই মন্দিরের ইতিহাস জড়িত। সেই ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের আমল থেকে। নাস্তিকদের কারণে রাজন্য আমলের অনেক ইতিহাস অবহেলিত হয়েছে। বর্তমান সরকার সেইগুলি পুনরুদ্ধার ও প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করছে। ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলির পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি আগরতলা শহরকে স্মার্ট সিটি বানানোর পরিকল্পনা নিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করে চলেছে। এক্ষেত্রে নাগরিকদেরও একটা বড় ভূমিকা রয়ে গেছে। শহরের ড্রেনে আবর্জনা ফেলা, ড্রেনের উপর ফুটপাত দখল করে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা বা বিভিন্ন সরকারি জায়গা দখল করে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট সিটির মধ্যে শুধু দালান বাড়ি বানালেই হবে না শহরের ঐতিহ্য রক্ষা করে আধুনিকীকরণের মাধ্যমেই স্মার্ট সিটি গড়ে তুলতে হবে। সরকারি ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে নাগরিকদের। সরকারের পাশাপাশি যদি শহরের নাগরিকরা এগিয়ে আসেন তাহলে সত্যিকারেই আগরতলা হবে সুন্দর পরিকল্পনা মাফিক এক স্মার্ট সিটি। বর্তমানে রাজ্যের বাইরে অন্যান্য রাজ্যের মানুষেরাও ত্রিপুরার আগরতলা সহ বিভিন্ন স্থানের উন্নয়ন সম্পর্কে রাজ্যে এসে প্রশংসা করে যাচ্ছেন। শহরকে সুন্দর রাখতে হলে সরকারকে ও প্রশাসনের কাজের পাশাপাশি নাগরিকদেরও সচেতন হতে হবে। মানসিকভাবে উন্নত হতে হলে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকে ভারত যেমন প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় যে কোনও দেশকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। আর্থিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করে বিশ্বের উচ্চস্থানে নিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৮ সাল থেকে রাজ্যকে গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে বিকশিত ত্রিপুরা গড়ার প্রয়াস নিয়েছে। ২০১৮ সালের পর থেকে ত্রিপুরা জি.ডি.পি-র হারের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আসামের পরই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। রাজ্যে বিগত কয়েক বছরে গ্রামীণ এলাকায় ১ লক্ষ ৮ হাজার লাখপতি দিদি তৈরি হয়েছে। সরকারের মূলমন্ত্র সবকা সাথ সবকা বিকাশ। সরকার সে পথেই উন্নয়নের দিশায় চলছে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, আগরতলা মানুষের চাহিদা অনুসারে আগরতলা পুরনিগম কাজ করছে। পানীয়জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সব ধরনের উন্নয়নে কাজ করছে। বিগত কয়েক বছরে যেখানে জলের পাইপলাইন নেই সেখানে জলের পাইপলাইন পাতা হয়েছে। পুরনিগম বা সরকার সম্পদ সৃষ্টি করছে। কিন্তু তা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নাগরিকদের নিতে হবে। মানুষের সহযোগিতার মধ্য দিয়েই কাজের মধ্য দিয়ে আগরতলা শহরকে স্মার্ট সিটি বানানো হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের ২০ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর তথা পুরনিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপার্সন রত্না দত্ত। উপস্থিত ছিলেন পাড়াসুন্দরী কালী মন্দিরের মহারাজ বা পুরোহিত সমাধি বন্ধু ব্রহ্মচারী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের সি.ই.ও. দিলীপ কুমার চাকমা। পাড়াসুন্দরী মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করতে আগরতলা পুরনিগম থেকে ব্যয় হয়েছে ১৭ লক্ষ টাকা। মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী পূজা অর্চনাও করেন।

হাসপাতালে নেই অ্যাম্বুলেন্স বিপাকে রোগীরা পরিজনেরা

শান্তিরবাজার, ২৮ আগস্ট: শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নেই অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। রোগী কে রেফার দেওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও সরকারি অ্যাম্বুলেন্স না থাকায় প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে যেতে হয় জিবি হাসপাতালে। এমনই অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের সদস্যরা।

এই বিষয়ে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালের এমএস জেএস রিয়াং এর সাথে কথা বললে তিনি জানান বর্তমানে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে পাঁচটি। এর মধ্যে একটি বিকল। অন্য চারটি অ্যাম্বুলেন্স দুটি করে শিফটিং করছে। এজন্য যে দুটি অ্যাম্বুলেন্স ছিল ডিউটিরত অবস্থায় সেগুলো রোগী নিয়ে সকালে চলে গিয়েছে জিবিতে। এর মধ্যে চিকিৎসক দু থেকে তিনজন রোগীকে রেফার করে। এরপর দেখা যায় নেই অ্যাম্বুলেন্স। দুই-আড়াই ঘন্টা হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারে ফ্লোরে শুয়ে রোগী নিয়ে বসে থাকতে হয় পরিবারকে। বাধ্য হয়ে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স না পেয়ে প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে যায় জিবি হাসপাতালে।

অন্যদিকে হাসপাতালে নেই চিকিৎসক। রোগী নিয়ে এসে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পরিজনরা। জানা যায় দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার জ্যোতির্ময় দাস নিজের মর্জিমাফিক জেলা হাসপাতাল পরিচালনা এবং বিভিন্ন মহকুমা হাসপাতাল পরিচালনা করছেন বলেও গুরুতর অভিযোগ উঠছে। শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে অন্য জায়গা থেকে ভালো চিকিৎসক ট্রান্সফার হয়ে আসলে তাদেরকে দু এক সপ্তার মধ্যে অন্য আরেকটি হাসপাতালে ডেপুটেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যার কারণে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসক কম থাকাতে সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত লোকজনেরা।

আত্মহত্যার পথ বেছে নিল যুবক

আগরতলা, ২৯ আগস্ট: অর্থনৈতিক চাপে মানসিক অবসাদে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন ইরিক্সা চালক আব্দুল মতিন মিয়া(৩০)। ঘটনা খয়েরপুর মধ্যপাড়ায়।

ঘটনার বিবরনে মৃত যুবকের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই যুবক। গত তিনমাস আগে তার বাবা মারা যান।

শুক্রবার ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল রমন ডেকার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী ও ত্রিপুরা রাজ্যপাল।

তেলের গাড়ি চাপায় মৃত্যু হল বাইক আরোহীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: তেলের গাড়ি চাপায় মৃত্যু হল বাইক আরোহীর। ঘটনা জিরানিয়া মাধববাড়ি এলাকাতে আজ সকালে। মৃত ব্যক্তির নাম বিজন দেব(৬০)। ঘটনা বিবরণে জানা যায়, প্রতিদিনকার মত আজ সকালেও বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন বিজন দেব। আগরতলার দিকে আসার সময় জিরানিয়া মাধববাড়ি এলাকায় একটি তেল বোঝাই ট্যাঙ্কার গাড়ির সাথে সংঘর্ষ ঘটে বিজন দেবের বাইকের। সংঘর্ষে বিজন দেবের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। ঘটনার অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জিরানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই ঐ ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে ঘাতক গাড়িকে আটক করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

কুমারঘাটে ভেঙ্গে পড়া বাঁধ মেরামতের কাজ চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৯ আগস্ট: গত ২৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ সকাল ৭টায় ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে শিবথলির কাছে পিডব্লিউডি ডাক বাংলোর পেছনের ৬০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৯ মিটার উচ্চতার বাঁধটি হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে। এই সংবাদ পেয়ে পূর্ত দপ্তরের (জল সম্পদ) ঊনকোটি জেলার আধিকারিকগণ ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধটির পুন:নির্মাণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে একটি সংস্থাকে নিযুক্ত করেন। যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে কাজ শুরু হয় এবং দিনরাত কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত বাঁধের মাটি ভরাট প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে জলসম্পদ বিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি মাটি এবং ইটের টুকরো দিয়ে ভরাট করেছে এবং বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনঃনির্মাণের জন্য নদীর ধারেও ইটের টুকরো দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে আগামীকাল অর্থাৎ ৩০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের মধ্যে বাঁধ সংস্কারের কাজ শেষ হবে।

অখিল ভারতীয় বিদ্যুৎ মজদুর মহাসংঘের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী উদ্দেশ্যে দক্ষিণ জেলা শাসকের নিকট আট দফা দাবি সনদ প্রেরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ আগস্ট: ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত টিএসইসিএল ওয়ার্কার্স এন্ড এমপ্লয়ীজ সংঘ অর্থাৎ অখিল ভারতীয় বিদ্যুৎ মজদুর মহাসংঘের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহর লালজী খাট্টার এর নিকট দক্ষিণ জেলার শাসক এর মাধ্যমে আট দফা দাবি প্রেরণ করা হয়।

শুক্রবার বেলা সাড়ে এগারোটায় দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসকের হাতে দাবী সনদটি তুলে দেন সংগঠনের কার্যকর্তারা। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পুনরায় কর্মীদের পেনশন স্কিম চালু করা, এক জাতি এক গ্রীড এবং এক পরিষেবা চালু করা, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ এর ধারা ২/১৩৩ এর বিধান মেনে চলা, চুক্তি, আউটসোর্সিং এবং ফ্রাঞ্চাইজি বাতিল করা, সার্ভিস রুল বাস্তবায়িত করা ইত্যাদি ৮ দফা দাবি সনদ পেশ করা হয়। ডেপুটেশন প্রদানকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয় এই দাবিগুলির যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছে অতিরিক্ত জেলা শাসক হেমন্ত দেববর্মা।

দক্ষিন জেলাভিত্তিক জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২৯ আগস্ট: ভারতীয় হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যান চাঁদের জন্মদিন উপলক্ষে দক্ষিন জেলাভিত্তিক জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালন করা হয় বিলোনীয়াতে। দক্ষিণ জেলা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারোটায় বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হল মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিগন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অতিথিরা আলোচনা রাখতে গিয়ে ধ্যানচাঁদের জীবনি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। এছাড়া পড়ালেখার পাশাপাশি যে সকল ছাত্রছাত্রী, রাজ্য ও জেলার নাম উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে খেলা ধূলা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের কে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা ও তাদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

অনুষ্ঠান মঞ্চে চেস, ফুটবল, যোগা সহ বিভিন্ন ইভেন্টে জাতীয় ও রাজ্য স্তরে অংশ গ্রহন করে ছয় জনকৃতি খেলোয়াড়দের হাতে মোমেন্টু, উত্তরীয় পরিয়ে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি খোখো খেলার কোচ নারায়ন, খেলাধুলা পরিচালনা জন্য বাবুল চন্দ্র দেব, এবং ক্রীড়া শিক্ষিকা দীপা ভৌমিক তাদের মোমেন্টু ও উত্তরীয় পরিয়ে সন্মাননা জানানো হয়।

দক্ষিণ জেলা ক্রীড়া দপ্তরের আয়োজিত জাতীয় ক্রীড়া দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক হেমন্ত দেববর্মা, দক্ষিণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, দক্ষিণ জেলা জেলা পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক সায়ী কমিটির সভাপতি শম্ভু মানিক,দক্ষিণ জেলা ক্রীড়া আধিকারিক মিহির শীল সহ অন্যান্যরা।

নেশাজাতীয় কফসিরাপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: অসম পুলিশের তৎপরতায় আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ফের আটক নেশার কফসিরাপ, ধৃত চালক। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ফের অসম পুলিশের হাতে আটক বিপুল পরিমাণ নেশার সিরাপ এসকাফ। বৃহস্পতিবার রাতে গুয়াহাটি থেকে আগরতলাগামী টিআর ০১- এক্স - ১৮৫৮ নম্বরের ছয় চাকার লরি ট্রান্সপোর্টের বিভিন্ন খুচরো পন্য সামগ্রী নিয়ে অসম পুলিশের নাকা পয়েন্টে আসে। তখন ইনচার্জ প্রনব মিলির নেতৃত্বে কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে অন্যান্য সামগ্রীর আড়ালে থাকা ত্রিশটা ঔষধের ড্রামের ভেতরে মোট সাতশো বোতল এসকাফ জব্দ করা হয়। যার কালোবাজারি মূল্য প্রায় সাত লক্ষ টাকা বলে জানান ইনচার্জ প্রনব মিলি। সঙ্গে লরি চালককে আটক করা হয়েছে। ধৃত চালকের নাম উৎপল রায়,বাড়ি ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়ায়। সে জানায় গুয়াহাটি থেকে এই পন্য সামগ্রী সহ নেশার সিরাপ গুলো আগরতলা যাওয়ার উদ্দেশ্যে আসছিল। অবশ্য এদিকে অসম পুলিশের ঘন ঘন নেশা সামগ্রী আটক ও সাফল্য প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশকে।অপরদিকে, ধৃত চালকের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের

চাতকছড়িতে জনজাতি গৃহবধূর মৃত্যু ঘিরে রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৯ আগস্ট: সাব্রুম থানাধীন চাতকছড়ি এলাকার বীরধন পাড়ায় এক উপজাতি গৃহবধূর রহস্যময় মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত মহিলার নাম কল্পনা ত্রিপুরা (২৪)। তার স্বামী রাকেশ ত্রিপুরা। ঘটনায় দ্বন্দ্বময় অভিযোগ উঠেছে।

কল্পনার বাবা প্রকাশ ত্রিপুরার দাবি, তার মেয়েকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে জামাই ঝুলিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে, স্বামী রাকেশ ত্রিপুরার বক্তব্য, স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে। কল্পনার মৃতদেহ উদ্ধার করে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে এবং রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

স্থানীয় মহলে ঘটনাটি ঘিরে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। পারিবারিক কলহ নাকি অন্য কোনো কারণে এই মৃত্যুসেটি এখনো স্পষ্ট নয়। তবে পরিবারের অভিযোগ ও স্বামীর দাবি পরস্পরবিরোধী হওয়ায় রহস্য আরও গভীর হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

সমবায় মন্ত্রী করবুকে সমবায় সহ নিয়ামক কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ আগস্ট: সমবায় দপ্তরের উদ্যোগে আজ করবুক মহকুমায় সমবায় সহ নিয়ামক কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়। ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। উদ্বোধনের পর সমবায় মন্ত্রী নবনির্মিত কার্যালয়ের কক্ষগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি ভাষণে বলেন, এই কার্যালয়ের মাধ্যমে করবুক এলাকার জনগণ উপকৃত হবে। এতে গ্রামীণ অর্থনীতি আরও উন্নত হবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমবায় দপ্তরের সমস্ত প্রকল্প এখন থেকে করবুক এলাকায় দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা, করবুক আরডি ব্লকের বিএসি"র ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব ত্রিপুরা, সমবায় দপ্তরের সচিব তাপস রায়, সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রার দশরথ দেববর্মা, সমাজসেবী অসীম ত্রিপুরা, প্রণব শংকর ত্রিপুরা, করবুক ল্যাম্পস

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas